রমযান মাসের ইফতারকে ‘অনন্য বিশ্ব ঐতিহ্যের’ স্বীকৃতি দিল ইউনেস্কো

সারে-জমিন

প্রতিবাদে সরব তৃণমূলের মহিলা নেত্রী-মন্ত্রীরা

রূপসী বাংলা

হ্যাটট্রিকের মিথ আর পরিসংখ্যানের সত্যতা

সম্পাদকীয়

আমতাকে মহকুমা ও পৌরসভা করার দাবি

সাধারণ

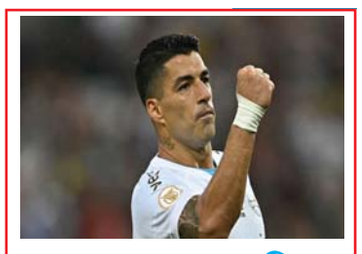

জোড়া গোলে ব্রাজিল অভিযান শেষ সুয়ারেজের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
৮ ডিসেম্বর, ২০২৩
২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
২৩ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 330 ■ Daily APONZONE ■ 8 December 2023 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মহুয়াকে নিয়ে তদন্ত রিপোর্ট আজ পেশ হবে লোকসভায়

আপনজন ডেস্ক: সূত্রের খবর, তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে এথিক্স প্যানেলের তদন্ত রিপোর্ট শুক্রবার লোকসভায় পেশ করা হবে। বিজেপি সদস্য বিনোদ সোনকরের নেতৃত্বাধীন কমিটি গত ৯ নভেম্বর এক বৈঠকে মৈত্রকে সংসদের নিম্নকক্ষ থেকে বহিষ্কারের সুপারিশ করে। বিরোধী সদস্যরা এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে লোকসভায় এই প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনার দাবি জানালেও তৃণমূল সংসদীয় দলের নেতা সিদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, দলটি স্পিকার ওম বিড়লাকে অনুরোধ করেছে যেন মৈত্রকে প্রকাশ্যে সংসদে আত্মপক্ষ সমর্থনের অনুমতি দেওয়া হয়। তৃণমূলের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, রিপোর্টটি সংসদে উপস্থাপনের আগেই গণমাধ্যমে ফাঁস হয়ে গেছে। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের অভিযোগের ভিত্তিতে মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে এথিক্স প্যানেলের তদন্তের ভিত্তিতে এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে, যিনি তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে “সংসদে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য” ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানির কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন। মৈত্র এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং এগুলিকে “ভুয়া” এবং “রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত” বলে অভিহিত করেছেন।

এত ফিলিস্তিনি হত্যা হচ্ছে, মানবতা গেল কোথায়: প্রিয়াঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: গাজায় চলমান ইসরাইল-হামাস যুদ্ধে জরুরি যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে ‘যা সঠিক তার পক্ষে দাঁড়ানো’ দেশের কর্তব্য। ইসরায়েলি বাহিনী ও হামাসের মধ্যে চলমান রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে হতাহতের কথা উল্লেখ করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে হত্যার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। একটি পুরো জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হচ্ছে। এরা আমাদের বাকিদের মতোই স্বপ্ন ও আশার মানুষ। আমাদের চোখের সামনেই নির্মমভাবে তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের মানবতা কোথায়?” তিনি টুইট করেন। তিনি বলেন, ‘ভারত সবসময় আন্তর্জাতিক মঞ্চে যা আছে তার পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শাসনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার জন্য লড়াই করেছি, আমরা ফিলিস্তিনে আমাদের ভাই-বোনদের স্বাধীনতার জন্য তাদের দীর্ঘ সংগ্রামের শুরু থেকেই সমর্থন করেছি, এবং এখন আমরা পিছনে দাঁড়িয়ে কিছুই করছি না কারণ গণহত্যা চলছে এবং পৃথিবী থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হচ্ছে। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী টুইটারে লিখেছিলেন এক্স, পূর্বে টুইটারে। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী তার মেয়াদকালে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ সনদের ৯৯ অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করে কাউন্সিল অব অ্যাফেয়ার্সকে ‘মানবিক বিপর্যয় এড়ানোর এবং (গাজায়) মানবিক যুদ্ধবিরতি ঘোষণার আহ্বান জানানোর আহ্বান জানান। ৯৯ নং অনুচ্ছেদে মহাসচিবকে “আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য হুমকি স্বরূপ যে কোনও বিষয় নিরাপত্তা পরিষদের নজরে আনার” নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, শুক্রবার সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধবিরতি ভেঙে যাওয়ার পর থেকে নিহতের সংখ্যা ছাড়াও অন্তত ১৯৩ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এতে আরও বলা হয়, গত ৭ অক্টোবর হামাসের নেতৃত্বাধীন তাণ্ডবের পর ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ১৫ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, হামাসের হাতে ১,২০০ মানুষ নিহত এবং ২২০ জনেরও বেশি জিম্মি হয়েছে। এদিকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, কঠিন যুদ্ধ চলছে, কিন্তু আমরাই বিজয়ী হব।

কেন্দ্রকে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

নাগরিকত্ব আইনে অসম থাকলে বাংলা নয় কেন

আপনজন ডেস্ক: নাগরিকত্ব আইনের ৬এ ধারা অনুযায়ী অসমকে কেন আলাদা করা হল এবং পশ্চিমবঙ্গকে নাগরিকত্ব দেওয়া থেকে বাদ দেওয়া হল, তা জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। নাগরিকত্ব আইনের ৬এ ধারা আসামের অবৈধ অভিবাসীদের সঙ্গে সম্পর্কিত।
প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ কেন্দ্রের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে জিজ্ঞেস করে, সীমান্ত রক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকার কী করছে।
তিনি বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের অনেক বড় সীমান্ত থাকলেও আপনি কেন আসামকে বেছে নিলেন? আমরা জানতে চাই কেন পশ্চিমবঙ্গকে নাগরিকত্ব দেওয়া থেকে বাদ দেওয়া হল। যুক্তি হতে পারে না যে আসামে আন্দোলন হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে কেন একা বাদ দেওয়া হল? পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থা কী? বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি এম এম সুন্দরেশ, বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ।
শুনানি শুরু হওয়ার সাথে সাথে কেন্দ্র স্পষ্ট করে দেয় যে নাগরিকত্ব আইনের ৬এ ধারার সাংবিধানিক বৈধতা পরীক্ষা করার সাথে নাগরিকত্ব আইনের অন্য কোনও সংশোধনীর কোনও সম্পর্ক নেই। মেহতা পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চকে বলেন, ৬এ ধারার প্রয়োগ শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মেহতা শীর্ষ আদালতকে বলেন, আমি কিছু বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু করতে চাই। আদালত ৬ এ ধারার সাংবিধানিক বৈধতার একটি সীমিত প্রশ্ন পরীক্ষা করছে। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খুব কম ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। নাগরিকত্ব আইনের অন্য কোনও সংশোধনীর সঙ্গে এই পরীক্ষার কোনও সম্পর্ক নেই। বিদেশ থেকে অভিবাসীদের আগমন, অন্যথায় তাদের কাছে উপলব্ধ সম্পদের অভাব ইত্যাদির মতো আবেদনকারীদের দ্বারা উল্লিখিত যুক্তিগুলি সত্য।
তিনি বলেন, যদি তার বাবা-মা বা ঠাকুরদা-ঠাকুরমা অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করেন তবে তাকে নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিভাগটি খুব সীমিত - এটি একটি সীমিত ভৌগলিক অঞ্চল অসমে প্রযোজ্য। মেহতা বলেন, যে ক্যাটাগরি থেকে ব্যক্তিদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তা কেবল মাত্র বাংলাদেশ, একটি খুব সীমিত এলাকা।
শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, ৬এ ধারার অধীনে নাগরিকত্ব প্রদানের ফলে কিছু লোক উপকৃত হয়েছেন। যারা নাগরিকত্বের সুবিধা পাননি কিন্তু অবৈধ অভিবাসী তাদের কী হবে? তাদের ব্যাপারে কিছুই করা হয়নি। শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে যারা এসেছেন তারা সবাই নাগরিকত্ব পাননি কারণ নাগরিকত্বের জন্য তাদের সনাক্ত করা দরকার।
সুতরাং সেই বৃহত্তর বৃত্তের মধ্যে, এমন লোকদের একটি ছোট বৃত্ত রয়েছে যারা ভারতে এসেছিল কিন্তু কখনও নাগরিকত্ব পায়নি। এই লোকদের কী হয়েছে?
অসম চুক্তির আওতাভুক্ত ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব নিয়ে বিশেষ বিধান হিসাবে নাগরিকত্ব আইনে ৬এ ধারা যুক্ত করা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছে, ১৯৮৫ সালে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি বা তার পরে এবং ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগে যারা বাংলাদেশসহ নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে অসমে এসেছিলেন এবং তারপর থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের বাসিন্দা, তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য ১৮ ধারায় নিবন্ধন করতে হবে। ফলস্বরূপ, বিধানটি অসমে বাংলাদেশি অভিবাসীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চকে কাট-অফ তারিখ হিসাবে নির্ধারণ করে।

চা বাগান শ্রমিকদের ভূমিকায় মমতা, পাট্টা বিলির অঙ্গীকার

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে পাহাড়বাসীর মন জয় করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চা বাগানে চা শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে খেলেন নির্দ্বিধায়। নিজের ভাইপো আবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে কার্শিয়াংয়ে। সে উপলক্ষে এবারের পাহাড় সফরে গিয়ে বৃহস্পতিবার অনেকটাই সময় কাটালেন কার্শিয়াংয়ের পাঙ্খাবাড়ি রোডের মকাইবাড়ি চা-বাগানে। চা বাগানের শ্রমিকদের নেপালি সংস্কৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের পোশাক পরলেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরনে ছিল লাল-সাদা চাউবন্দি চোলো। একেবারে চা শ্রমিকদের ঢঙে তাদের সঙ্গে চা বাগানে গিয়ে মাথায় ঝুড়ি বেঁধে তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চা তুললেন বাগান থেকে। বলতে গেলে এদিন পুরো দস্তুর চা বাগানের শ্রমিকদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চা বাগানে গিয়ে চা তোলার সময় তাকে অনেকটাই সাবলীল দেখাচ্ছিল। চা বাগান শ্রমিকদের সঙ্গে তিনি একেবারে একাত্মতায় মগ্ন হয়ে পড়েন। তাই চা বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের সুখ দুঃখের কথা শুনলেন। শ্রমিকদের কাছ থেকে খোঁজ নিলেন তাদের পরিবারের কথা। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা। সেই সঙ্গে তাদের কাছে জানতে চান নিয়মিত বেতন ও অন্যান্য সুবিধা পাচ্ছেন কিনা। তাদের কি অসুবিধা সে কথাও জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী। এরপর তিনি পাহাড়ে গানে তাল মেলান শ্রমিকদের সঙ্গে। তাদের নাচের তাল মিলিয়ে নাচতেও দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে।
চা বাগানে শামিল হওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শ্রমিকদের কাছ থেকে চা পাতা তোলা শিখলাম। এটা একটা জীবনের বড় ব্যাপার। তিনি চা শ্রমিকদের কুশলে থাকার কামনা করেন। সামনে লোকসভার ভোট। তার আগে পাহাড়ে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী চা বাগানের বাসিন্দাদের জিজ্ঞেস করেন তারা জমির পাট্টা পেয়েছেন কিনা। এর পর তিনি তাদের কাছে অঙ্গীকার করেন জমির পাট্টা দেওয়ায়। উল্লেখ্য, আজ শুক্রবার কার্শিয়াংয়ে একটি প্রশাসনিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠান। এরপর ১১ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী বানারহাটে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে চা বাগানের বাসিন্দাদের জমির অধিকারের নথি বিতরণ করবেন। ১২ ডিসেম্বর কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে সরকারি অনুষ্ঠান সেরে কলকাতায় ফিরবেন।

দানিশকে কুমন্তব্যে দুঃখপ্রকাশ বিজেপি সাংসদ বিধুড়ির

আপনজন ডেস্ক: বিজেপি সাংসদ রমেশ বিধুড়ি বিএসপি নেতা দানিশ আলির বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বিজেপি সাংসদ রমেশ বিধুড়ি বৃহস্পতিবার লোকসভার বিশেষাধিকার কমিটির বৈঠকে বিএসপির দানিশ আলির বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
সূত্রের খবর, বিধুড়ি কমিটির সামনে তাঁর জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছেন যে প্রবীণ বিজেপি নেতা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং ২১ সেপ্টেম্বর চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্য নিয়ে আলোচনার সময় তাঁর মন্তব্যের জন্য সংসদে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। বিধুড়ি আলিকে লক্ষ্য করে কিছু আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন, যার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি দক্ষিণ দিল্লির সাংসদকে উস্কে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করেছেন। সংসদে যখন বিতর্ক শুরু হয়, তখন সিং তার দুঃখ প্রকাশ করতে উঠে দাঁড়ান। লোকসভার উপনেতা বলেন, “সাংসদের মন্তব্যে যদি বিরোধীরা আঘাত পায়, তাহলে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। সূত্রের খবর, বিধুরি দুঃখ প্রকাশ করায় কমিটি বিষয়টি বন্ধ করে স্পিকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাতে পারে।
বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডাও বিধুরিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছিলেন, যিনি তাঁর জ্বলন্ত মন্তব্যের জন্য পরিচিত ছিলেন, যা মাঝে মাঝে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিধুড়ির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আলি এবং আরও কয়েকজন বিরোধী সদস্য স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখেছেন এবং বেশ কয়েকজন বিজেপি সদস্য বিএসপি সাংসদের বিরুদ্ধে তাঁর ভাষণের সময় চলমান মন্তব্য এবং প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অবমাননাকর শব্দ ব্যবহারের অভিযোগ করেছেন।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান

দানবীর অ্যাকাডেমি

DANBIR ACADEMY

প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত

ভর্তি চলছে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪ ● আবাসিক বালক বিভাগ

স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ

আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।

বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২

9143076708 9734387558

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ.)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-

দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
- বজ্রকলম ২৫০/-
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
- পুস্তক সম্রাট ৯০/-
- অনন্য জীবন ১৫০/-
- মুসাফির ১১০/-
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
- সেরা উপহার ৩০/-
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন

বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩৩০ সংখ্যা, ২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ২৩ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

আমাদেরও দায়িত্ব

‘কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবারই সমান রাঙা। জগত্ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি।’ সেই মানবজাতির একজন অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন—তিনি নেলসন ম্যান্ডেলা। আজি হইতে দশ বত্সর পূর্বে প্রয়াত হন। এই হিংসাদীর্ণ বিশ্ব দেখিয়া যখন হতাশার চোরাস্রোত বাসা বাঁধে আমাদের অবচেতনে, তখন ম্যান্ডেলার জীবনকর্ম ও দর্শন সেই হতাশাদীর্ণ মনের আকাশে নূতন ভোরের স্বপ্ন দেখায়। সেই স্বপ্ন যে শুধু রূপকথা নহে, বাস্তবের জমিনেই তাহার চাষাবাদ সম্ভব, নবান্ন আনা সম্ভব নিরন্ন জনপদে—তাহার দুর্নিবার সাহস ও শক্তির জোগান দিয়াছিলেন আফ্রিকার এই মহামানব। বর্ণবাদের বিষকণ্টকযুক্ত কারাপ্রাচীর ভাঙিয়া তিনিই যে সর্বমানবমুক্তির জয়গান গাহিয়াছিলেন পর্বতপ্রতিম প্রতিকূলতার স্রোত ঠেলিয়া। বিজ্ঞান বলে, মানুষ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এই আফ্রিকা হইতেই, অর্থাত্ মানবজাতির সূর্যোদয় হইয়াছিল আফ্রিকার আকাশে, অথচ এইখানেই সেই মানুষ অধঃপতিত ও বদ্ধ হইয়াছিল সাদা-কালোর বৈষম্যের শিকলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রপুটে আফ্রিকা নিয়া বলেন, ‘এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে/ নখ যাদের তীক্ষ তোমার (আফ্রিকার) নেকড়ের চেয়ে,/ এল মানুষ-ধরার দল/ গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।’ সেই গর্বান্ধ লোহার হাতকড়া পরানো মানুষ-ধরার দলকেই ‘অমানুষ’ হইতে ‘মানুষ’ পদবাচ্যে উন্নীত করিয়াছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ‘মাদিবা’—নেলসন ম্যান্ডেলা।

ইহা সত্য যে, ২৭ বত্সর কেন, আরো শত বত্সর অতিবাহিত হইলেও হয়তো আলো প্রবেশ করিত না ম্যান্ডেলার কারাকুঠুরিতে, যদি নব্বইয়ের দশকে পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতি তাহার সহায় না হইত। কিন্তু তিনি অনন্তকাল ধরিয়া ‘অহিংসার’ সলতে-প্রদীপ সাজাইয়া অপেক্ষায় না থাকিলে ফলাফল থাকিত শূন্যই। ১৯৮৯ হইতে ১৯৯৪ সালের মে মাস পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু সরকারের প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক। ১৯৯০ সালে প্রেসিডেন্ট হিসাবে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া নেলসন ম্যান্ডেলাকে মুক্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন তিনি। মুক্তির পর দক্ষিণ আফ্রিকার সকল পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন নেলসন ম্যান্ডেলা, যেইখানে সকল বর্ণ এবং জাতির সমাবেশ ঘটান তিনি। ইহারই পথ ধরিয়া ১৯৯৪ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন নেলসন ম্যান্ডেলা। কী বিস্ময়কর! তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়া তাহার রানিং মেট, তথা ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে বাছিয়া নেন শ্বেতাঙ্গ এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ককে। এইখানেই ম্যান্ডেলার বিশালত্ব, অপার মহিমা। তিনি তাহার শামিয়ানার নিচে সকলকে শরিক করিয়াছিলেন। কারণ, তিনি মহামানব। মহামানব ব্যতীত এমন পরম পরিমিতি ও পরিণত বোধ তো খুব বেশি মানুষের থাকে না। মহামানবেরা ছোট-বড় সকলকে লইয়াই পথ চলিতে চাহেন। ম্যান্ডেলা তাহার ‘লং ওয়াক টু ফ্রিডম’ আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে আমাদের জানাইয়াছেন সেই পরম সহিষ্ণুতার সংগ্রামমুখর দিনগুলির কথা। রোবেন দ্বীপের নির্বাসিত জীবনে মানুষদের মুক্তির জন্য তিনি শক্তি লইয়াছিলেন প্রকৃতি হইতে। সশ্রম কারাদণ্ডের অংশ হিসাবে একটি চুনাপাথরের খনিতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করিবার সময়ও ম্যান্ডেলা কারা-অন্তরিন বর্ণবৈষম্যের শিকার হইয়াছিলেন রাষ্ট্রের নিয়মেই। সামান্য খাদ্য এবং সবচাইতে কম সুবিধাপ্রাপ্ত রাজবন্দি হিসাবে তিনি জানিতেন না কত বত্সর পার হইলে উষার আলো প্রবেশ করিবে তাহার কারাকুঠুরিতে। উপমহাদেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অহিংসতার রূপকার মহাত্মা গান্ধী গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন ম্যান্ডেলার মহামানবিক হৃদয়ে। ক্রমশ তিনি হইয়া ওঠেন বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক, গণতন্ত্র-স্বাধীনতা-সৃজনশীলতা ও ধৈর্যের প্রতীক।

নেলসন ম্যান্ডেলাকে একবার জিগ্যেস করা হইয়াছিল, তাহাকে কীভাবে মনে রাখিলে তিনি খুশি হইবেন? ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, ‘আমি চাই আমার সম্পর্কে (এপিটাফে) এইরকম কথাই বলা হউক, এইখানে এমন এক মানুষ শায়িত রহিয়াছে, যিনি পৃথিবীতে তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। আমি চাই, এইটুকুই বলা হউক আমার সম্পর্কে।’

আমাদেরও দায়িত্ব হইল, স্ব স্ব জায়গা হইতে নিজেদের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করিয়া যাওয়া।

• • • • • • • • • • • • •

পাঁচটি বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে চারটিতে পরাজয় কংগ্রেসের হার নাকি শুধুমাত্র রাহুল গান্ধীর?/১

রাহুল গান্ধী এখন আর কংগ্রেসের সভাপতি নন, তবে দলটি গান্ধী পরিবারকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস তাদের সরকার হারিয়েছে এবং মধ্যপ্রদেশেও বিজেপির কাছে পরাজিত হয়েছে। মিজোরামে মাত্র একটি আসন পেয়েছে তারা। তবে তেলেঙ্গানায় কেসিআর বিআরএস-এর দলকে পরাজিত করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তারা। এখন প্রশ্ন উঠছে যে পাঁচটি বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে চারটিতে পরাজয় গান্ধী পরিবারের হার নাকি শুধুমাত্র রাহুল গান্ধীর? লিখেছেন **মহম্মদ শাহীদ (বিবিসি সংবাদদাতা)।**

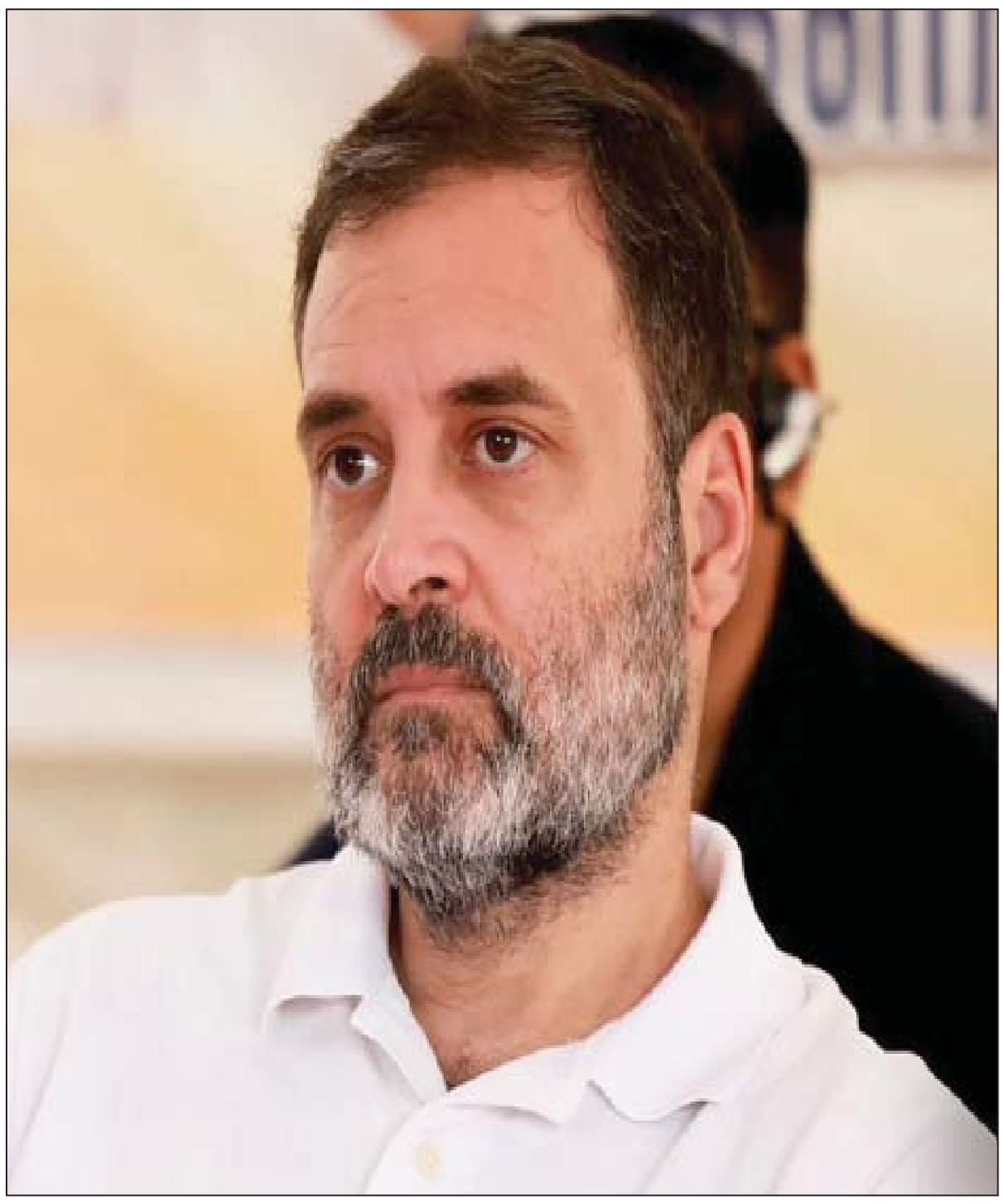

জাতিগত আদমশুমারি এবং ‘ঘৃণার বাজারে ভালবাসার দোকান’

রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ের নির্বাচনী প্রচারে রাহুল গান্ধীর ভাষণে যে বিষয়গুলি সবসময়ে দেখা যেতো, তাতে তিনি রাজ্য সরকারের প্রশংসা করতেন এবং সরকার গঠন হলে জাতিগত আদমশুমারির প্রতিশ্রুতিও দিতেন। একই সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের নির্বাচনী প্রচারে তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে নিশানায় রাখতেন। একইভাবে, তেলেঙ্গানায় নির্বাচনী প্রচারের সময় তিনি কেসিআর এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আক্রমণ করতেন এবং কংগ্রেস সরকার গঠন করলে বিভিন্ন সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

এই নির্বাচনী প্রচারের সময়, তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে কংগ্রেস পার্টি সরকার জাতিগত আদমশুমারি করাবে, তবে স্থানীয় নেতারা এই প্রতিশ্রুতিটি তেমন জোরে উত্থাপন করেননি। স্থানীয় নেতারা তাদের জাতিগত সমীকরণ এবং স্থানীয় ইস্যু-কে সামনে রেখে ভোট চাইছিলেন। সেই সঙ্গে রাহুল গান্ধী তাঁর পুরনো স্লোগানও বারবার বলে এসেছেন। তাঁর স্লোগান ছিল, ‘ঘৃণার বাজারে ভালোবাসার দোকান খুলতে এসেছি’।

বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল থেকে এটা স্পষ্ট যে জাতিগত আদমশুমারির প্রতিশ্রুতির জাদু কাজ করেনি।

এর পাশাপাশি রাহুল গান্ধী এই বিধানসভা নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক ও ঘৃণার রাজনীতির বিষয়টিও উত্থাপন করেছিলেন। এ বিষয়ে রশিদ কিদওয়াই বলেন, আদর্শগত লড়াইয়ে রাহুল গান্ধী কিন্তু অবশ্যই পরাজিত হয়েছেন।

মি কিদওয়াই বলেন, “রাহুল গান্ধী বলছেন যে তিনি ভালোবাসার দোকান চালাচ্ছেন কিন্তু মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানে এই দোকানটি ধ্বংস হয়ে গেছে। এর কারণ খুঁজে বের করতে হবে। যখন সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের কথা আসে, তখন কংগ্রেসের সমস্ত নেতা ভিন্ন ভিন্ন কথা বলেন। অন্যদিকে বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদীর সুর এ বিষয়ে কিন্তু স্পষ্ট।”

“রাহুল গান্ধীর দোষ হল তিনি কখনও তাঁর মতাদর্শ ব্যাখ্যা করতে পারেননি। জাতিগত আদমশুমারি নিয়ে তাঁর দলের মধ্যে কোনও ঐকমত্য ছিল না। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি চৌকিদার চোর হ্যায় স্লোগান দিয়েছিলেন, যদিও তাঁর দলের নেতাদের এই স্লোগান এড়িয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল,” তিনি বলেছেন।

রাহুল গান্ধীর স্লোগানকে স্থানীয় নেতারা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পিছিয়ে পড়া মানুষ বিজেপির দিকে ঝুঁকছেন। কংগ্রেস এই সম্প্রদায়কে জাতিগত আদমশুমারির অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারেনি। কংগ্রেস জনগণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেনি।

২০২৪ সালে নরেন্দ্র মোদীকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবেন?

রাহুল গান্ধী কংগ্রেসে অগ্রণী ভূমিকায় আসার পর থেকেই দলগুলি সাফল্যের চাইতে বেশি ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছে। এদিকে ছয় মাসেরও কম সময় বাকি রয়েছে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে।

রাহুল গান্ধী কি ২০২৪ সালে বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদীকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম হবেন?

এ প্রসঙ্গে রশিদ কিদওয়াই বলেন, মল্লিকার্জুন খাড়গে কংগ্রেসের সভাপতি এবং রাহুল গান্ধী দলের সাংসদ, তাঁকেই নিজের ভূমিকা ঠিক করতে হবে।

“রাহুল গান্ধীকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ২০২৪ সালে তিনি ইন্ডিয়া জোটের মুখ হবেন নাকি প্রচারক হবেন। যেটা পেতে চাইছি, সেটা স্পষ্ট ভাবে জানানোটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা সম্পর্কে আমাদের বলুন। রাহুল গান্ধী ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী পদের মুখ ছিলেন কি না তা নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে। তিনি কি ভারত জোটের পক্ষে কথা বলবেন?” বলেছেন মি কিদওয়াই।

অন্যদিকে, নীরজা চৌধুরী বলেন, “দলের নিজেদের বিষয়ে পর্যালোচনা করা দরকার। ভারতে তৃণমূল স্তরে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। ২০২৪ সালে রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকায় দেখা যাবে কি না, তা কোথাও বলা হয়নি। কংগ্রেস যদি রাহুল-রাহুলকে করতে থাকে, তাহলে তাঁকে সরাসরি নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এনে ফেলা হয়।”

“এখনও পর্যন্ত রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে টক্কর দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন না। তবে কাল সেটা হবে কী হবে না সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না। এই চারটি রাজ্যে পরাজয়কে রাহুল গান্ধীর হার বলা উচিত নয়, অন্যদিকে তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস জেতার কারণ কেসিআর। সেখানে কংগ্রেসের সংগঠন মজবুত ছিল । জনগণ পরিবর্তন চেয়েছিল এবং তারা কংগ্রেসকে বেছে নিয়েছে।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, কঠোর পরিশ্রমী ও একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদ হিসেবে রাহুল গান্ধীর ভাবমূর্তি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভারত জোড়ো যাত্রা বড় ভূমিকা পালন করেছে। তিনি আদানি থেকে শুরু করে চীন- বিভিন্ন ইস্যুতে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্নও তুলেছেন। অন্যদিকে হিমাচল প্রদেশ ও কর্ণাটকে জিতেছে কংগ্রেস। ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স তৈরি হয়। বৈঠকে বিরোধী নেতারাও রাহুল গান্ধীকে গুরুত্বও দিয়েছেন। এর সঙ্গে রাহুল গান্ধীর মর্যাদা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। কিন্তু হিন্দি বেল্টের বিধানসভা নির্বাচনে, যেখানে কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছে, সেটা রাহুল গান্ধীর ক্রমবর্ধমান মর্যাদার জন্য একটি বড় ধাক্কা। এখন তাঁকে নতুন রণকৌশল তৈরি করতে হবে।

সমাপ্ত..

সৌ: বিবিসি(বাংলা)

যোগেন্দ্র যাদব

হ্যাটট্রিকের মিথ আর পরিসংখ্যানের সত্যতা

প্রধানমন্ত্রী বললেন ‘হ্যাটট্রিক’। বাকি সকলেও ‘হ্যাটট্রিক’ বলছে। সকাল থেকেই দেশ জুড়ে বার্তা ছড়িয়ে পড়ে যে তিন রাজ্যে জয়ের পর এখন বিজেপিকে তৃতীয়বার লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হওয়া থেকে কেউ আটকাতে পারবে না। বিজেপি সমর্থকরা ইতিমধ্যেই জয়ের উচ্ছ্বাসে মত্ত। অন্যদিকে বিরোধীরা হতাশ। কিন্তু কারও জিজ্ঞাসা করার সময় নেই: এই সারমর্ম কি আদপে সত্যি? এভাবেই বিজেপি মনস্তাত্ত্বিক খেলা খেলে এবং জিতে যায়। সত্যের একটি ছোট বেলুন এত বড় করে ফুলিয়ে তোলা হয় যে বিপরীত সত্যিটা লুকিয়ে পড়ে। লড়াই শুরুর আগেই প্রতিপক্ষের মনোবল ভেঙে পড়লে ম্যাচ ওয়াক ওভার পেতে পারে।

অতএব, আমাদের এই দাবিটি ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ।

ধাপ ১: নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট দিয়ে শুরু করুন। চারটি রাজ্যে সব দলের প্রাপ্ত মোট ভোট যোগ করুন। বিজেপি, যারা বিজয়ের শিঙা ফুঁকছে, মোট ভোট পেয়েছে ৪,৮১,৩৩,৪৬৩। যেখানে নির্বাচনে “পরাজিত” কংগ্রেস পেয়েছে ৪,৯০,৭৭৯০৭ ভোট। অর্থাৎ সব মিলিয়ে বিজেপির থেকে প্রায় সাড়ে নয় লাখ বেশি ভোট পেয়েছে কংগ্রেস। তারপরও চারদিকে আলোচনা যেন কংগ্রেসকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে বিজেপি।

আমরা যদি তিনটি রাজ্যের আসন সংখ্যার দিকে তাকাই, বিজেপিকে বিজেপি বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে ভোটের খুব বেশি পার্থক্য নেই। রাজস্থানে, বিজেপি পেয়েছে ৪১.৭% ভোট আর কংগ্রেস পেয়েছে ৩৯.৬% ভোট, অর্থাৎ পার্থক্য মাত্র ২%। অন্যদিকে, ছত্তিশগড়ে পার্থক্য ৪%: বিজেপির প্রাপ্ত ভোট ৪৬.৩% ভোট এবং কংগ্রেসের ৪২.২% ভোট।

শুধুমাত্র মধ্যপ্রদেশে পার্থক্য ৮% এর বেশি: বিজেপি ৪৮.৬% ভোট এবং কংগ্রেস ৪০% ভোট পেয়েছে। তিনটি রাজ্যেই হেরে গেলেও, কংগ্রেসের ৪০% বা তার বেশি ভোট রয়েছে, যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করা খুব কঠিন হবে না।

তিনটি হিন্দিভাষী রাজ্যে বিজেপি যে পরিমাণ ভোট বেশি পেয়েছে তা শুধুমাত্র একটি রাজ্য তেলেঙ্গানা থেকেই পুষিয়ে যায়। তেলেঙ্গানায়, কংগ্রেস ৩৯.৪ % (৯২ লক্ষের বেশি) ভোট পেয়েছে, যেখানে বিজেপি ১৩.৯% (৩২ লক্ষের কম) ভোট পেয়েছে। এই রাজ্যে কংগ্রেস ২০১৮ সালের পরে নির্বাচনী দৌড় থেকে বাদ পড়েই ছিল, সেখানে এমন ফল করে শীর্ষে পৌঁছানো আসলে রাজনৈতিক উত্থান এবং প্রাণশক্তির লক্ষণ।

ধাপ ২: হ্যাটট্রিক মিথ পরীক্ষা করার জন্য ইতিহাস পর্যালোচনা করুন। গত দু দশক ধরেই মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ের নির্বাচনের কয়েক মাসের মধ্যেই লোকসভার নির্বাচন হয়ে আসছে। শেষবার ২০১৮ সালে, এই তিনটি রাজ্যেই বিজেপি হেরেছিল। তখন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বা মিডিয়া কেউই দাবি করেনি যে ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির পরাজয় নিশ্চিত। যখন সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন বিজেপি এই তিনটি রাজ্যে এবং বাকি হিন্দি অঞ্চলে তুমুল বিজয় লাভ করে। অন্যদিকে, ২০০৩ সালে কংগ্রেস যখন এই তিনটি রাজ্যে হেরেছিল, তার মাত্র কয়েক মাস পরে, ২০০৪ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস অপ্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করেছিল। এর মানে হল বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনের প্রকৃতি ভিন্ন এবং বিধানসভা থেকে সরাসরি লোকসভা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া ভুল হবে। বিজেপি যদি ফলাফল উল্টে দিতে পারে তবে কংগ্রেস কেন পারবে না?

তৃতীয় ধাপ: ২০২৪ সালে ক্ষমতা পরিবর্তনের সমীকরণটি দেখুন। বিজেপি হিন্দি বলয়ের এই তিনটি রাজ্যের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু বিরোধীদের আশা শুধুমাত্র এই অঞ্চলের ওপর নির্ভরশীল নয়। ইন্ডিয়া জোটের নির্বাচনী অঙ্ক কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, বিহার এবং বাংলায় বিজেপির আসন কমানোর উপর নির্ভর করে আছে। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানের ৬৫ আসনের মধ্যে বিজেপির ইতিমধ্যেই রয়েছে ৬১ এবং কংগ্রেসের মাত্র ৩টি। এর মানে বিজেপির চ্যালেঞ্জ হল এই সমস্ত আসন ধরে রাখা এবং সম্ভব হলে তেলেঙ্গানায় জেতা চারটি আসনের থেকে আসন সংখ্যা বাড়ানো। অন্যদিকে, এই রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের হারানোর কিছু নেই। অর্থাৎ এই বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নতুন কিছু করতে পারেনি।

চতুর্থ ধাপ: বিধানসভার এই ফলাফলকে লোকসভার নিরিখে দেখুন। আসলে, লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বিধানসভার এই ফলাফল উল্টে দেওয়ারও দরকার নেই। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা এবং মিজোরামে মোট ৮৩টি লোকসভা আসন রয়েছে। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে, বিজেপি ৬৫টি আসন পেয়েছিল, মাত্র ৬টি কংগ্রেসের কাছে গিয়েছিল, বাকিগুলি BRS, MNF এবং MIM-এর কাছে গিয়েছিল।

যদি ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে, বিজেপি এবং কংগ্রেস ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ঠিক একই সংখ্যক ভোট পায়, তাহলে পরিসংখ্যান এইরকম হবে- রাজস্থান: বিজেপি ১৪, কংগ্রেস ১১, ছত্তিশগড়: বিজেপি ৮, কংগ্রেস ৩, মধ্যপ্রদেশ: বিজেপি ২৫, কংগ্রেস ৪ এবং তেলেঙ্গানা: কংগ্রেস ৯, বিজেপি ০ (BRS ৭ এবং MIM ১), মিজোরাম: জেএমপি ১ আসন।

সামগ্রিকভাবে, এই বিধানসভার প্রাপ্ত ভোট অনুসারে, লোকসভার ৮৩টি আসনের মধ্যে, বিজেপি ৪৬টি আসন এবং কংগ্রেস ২৮টি আসন পায়। অর্থ, এই বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল অনুসারে, লাভের বদলে বিজেপি ১৯টি আসন হারাতে পারে এবং কংগ্রেস ২২টি আসন বেশি পেতে পারে। কেবলমাত্র কংগ্রেসকে নিশ্চিত করতে হবে তাদের বিধানসভায় প্রাপ্ত ভোট যেন লোকসভাতেও ধরে রাখা যায়।

এখন কেউ বলবেন এটাতো হল সহজ গণিত। “মোদী ম্যাজিক” এর কথা ধরে তো হিসাব করা হয় নি। মোদী ম্যাজিক কাজ করলে এই সমস্ত রাজ্যে কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু যদি “মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়” এর কথাই হয়, তাহলে বিধানসভা নির্বাচনী ফলাফল ধরে হ্যাটট্রিকের যুক্তি দেওয়ার কী দরকার? ঐ ম্যাজিকে বিশ্বাসী হলে শুধু তার কথাই বলুন, বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে আড়াল খোঁজার কি দরকার?

প্রথম নজর

ইসরায়েলকে সমর্থন দিয়ে বিশাল আর্থিক ক্ষতির কবলে স্টারবাকস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর পৈশাচিক হামলায় সমর্থণ জানিয়েছিলো যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক কফি চেইনশপ স্টারবাকস। এর প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশসমূহসহ বিভিন্ন দেশে ডাক ওঠে স্টারবাকস বয়কটের।

এরপরই বিক্রি ব্যাপক হারে কমে গেছে কোম্পানিটির। পাশাপাশি এটি প্রায় ১১ বিলিয়ন ডলারের মূল্য হারিয়েছে, যা কোম্পানিটির মোট মূল্যের ৯ দশমিক ৪ শতাংশ। এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম ইকোনমিক টাইমস জানিয়েছে, স্টারবাকস বয়কটের ডাক দিয়ে ১৬ নভেম্বরের রেড কাপ প্রমোশনের পর থেকে ১৯ দিনে স্টারবাকসের শেয়ার ৮ দশমিক ৯৬ শতাংশ কমেছে, যা প্রায় ১১ বিলিয়ন ডলার ক্ষতির সমান।

সম্প্রতি স্টারবাকসের সিইও লক্ষ্মণ নরসিমহান বলেন, তিনি সামষ্টিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং গ্রাহকদের আচরণ পরিবর্তন সত্ত্বেও কোম্পানির বৈচিত্র্যময় চ্যানেল ও গ্রাহকদের জড়িত করার ক্ষমতা সম্পর্কে আশাবাদী।

বয়কটের ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর মিশরের স্টারবাকস নভেম্বরের শেষের দিকে শ্রমিকদের ছাঁটাই করে খরচ কমাতে বাধ্য হয়।

পবিত্র মসজিদ-ই-নববীতে মুসল্লিদের মধ্যে উপহার বিতরণ

আপনজন ডেস্ক: ইসলামের দ্বিতীয় ধর্মীয় মর্যাদাপূর্ণ স্থান পবিত্র মসজিদ-ই-নববীতে প্রতিদিন অসংখ্য মুসল্লি নামাজ পড়ে। তারা পবিত্র রওজা শরিফ জিয়ারত করে। মুসল্লি ও দর্শনার্থীদের ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে পবিত্র মসজিদ-ই-নববীর এজেন্সি ফর দ্য প্রেসিডেন্সি অব রিলিজিয়াস অ্যাফেয়ার্স।

এরই অংশ হিসেবে গত শুক্রবার 'দর্শনার্থীদের পরিষেবা আমাদের জন্য গর্বের' শীর্ষক একটি উদ্যোগ চালু করা হয়।

এটি উদ্বোধন করেন মক্কা ও মদিনার পবিত্র দুই মসজিদের ধর্মবিষয়ক পরিচালনা পর্ষদের প্রধান শায়খ ড. আবদুর রহমান আল-সুদাইস। তিনি উপস্থিত মুসল্লিদের বিভিন্ন উপহারসামগ্রী বিতরণ করেন।

শায়খ আল-সুদাইস বলেন, 'পবিত্র মসজিদ-ই-নববীতে আসা দর্শনার্থীদের সেবা করা আমাদের সবার মহান দায়িত্ব। তা সংশ্লিষ্ট সব কর্মচারীর জন্য খুবই গর্বের বিষয়। মসজিদে আসা সবার ধর্মবিষয়ক অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করতে আমরা এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এর মাধ্যমে মুসল্লিদের অন্তরে ইতিবাচক ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতি তৈরি হবে।'

শায়খ আল-সুদাইস এজেন্সির সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে মসজিদে আসা মুসল্লি ও দর্শনার্থীদের জন্য নিজেদের সেবা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। তিনি উপস্থিত মুসল্লিদের বিভিন্ন উপহারসামগ্রী বিতরণ করেন।

রমযান মাসের ইফতারকে 'অনন্য বিশ্ব ঐতিহ্যের' স্বীকৃতি দিল ইউনেস্কো

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র রমজান মাসের ইফতারকে 'অনন্য বিশ্ব ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো। বুধবার নিজেদের ওয়েবসাইটে এই স্বীকৃতির কথা জানায় ইউনেস্কো। এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম জাকার্তা পোস্ট জানায়, ইফতারকে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতির জন্য যৌথভাবে আবেদন করেছিলো ইরান, তুরস্ক, আজারবাইজান ও উজবেকিস্তান। ইউনেস্কোর ভাষায়, ইফতার (ইফতারি কিংবা ইফতর হিসেবেও পরিচিত) রমজান মাসে সব ধরনের ধর্মীয় বিধান মানার পর সূর্যাস্তের সময় মুসলমানদের পালনীয় রীতি। সংস্থাটি মনে করে, এই ধর্মীয় রীতি পরিবার ও সমাজিক বন্ধন দৃঢ় করে এবং দান, সৌহার্দ্যের মতো বিষয়গুলোকে সামনে নিয়ে আসে। এদিকে, একইদিনে ইউনেস্কোর 'অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের' তালিকায় স্থান করে নিয়েছে ঢাকার রিকশা ও রিকশাচিত্র। আফ্রিকার দেশ বতসোয়ানার কাসানে শহরে 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ' সংরক্ষণ-বিষয়ক ২০০৩ কনভেনশনের চলমান আন্তঃরাষ্ট্রীয় পরিষদের সভায় এ স্বীকৃতি দেয়া হয়। গত ছয় বছর ধরে রিকশা চিত্রকর্মের নিবন্ধন ও স্বীকৃতির প্রক্রিয়া চলমান থাকলেও প্রথম চেষ্টায় তা ব্যর্থ হয়। তবে ২০২২ সালে ফের নথি জমা দেয়ার সুযোগ মিললে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ও প্যারিসে বাংলাদেশ দূতাবাসের সহযোগিতায় সম্পূর্ণ নথিটি নতুনভাবে প্রস্তুত করা হয়।

গুতেরেসের নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে তাকে পদত্যাগ করতে হবে: ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় জাতিসংঘ সনদের ৯৯ ধারা জারি করার আহ্বান জানিয়ে ইহুদিবাদী ইসরায়েলের চরম ক্রোধের শিকার হয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। এর মাধ্যমে গুতেরেসের 'চরম নৈতিক অবক্ষয়' ঘটেছে বলে মন্তব্য করেছে তেল আবিব। জাতিসংঘ মহাসচিবের পদ থেকে গুতেরেসকে পদত্যাগ করারও আহ্বান জানিয়েছে ইসরায়েলের সরকার।

জাতিসংঘে নিযুক্ত ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত গিলাড এরডান বুধবার রাতে এক এক্স পোস্টে লিখেছেন, নৈতিক দিক দিয়ে আজ জাতিসংঘ মহাসচিবের আরো অধঃপতন ঘটেছে। তিনি জাতিসংঘ সনদের ৯৯ ধারা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা তাকে ইসরায়েলের ওপর চাপ সৃষ্টি করার সুযোগ দেবে। এই ঘটনায় জাতিসংঘ মহাসচিবের চরম নৈতিক অবক্ষয় এবং ইসরায়েল বিরোধী অবস্থান ফুটে উঠেছে।

এরডান আরো লিখেছেন, মহাসচিব যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে মূলত গাজার ওপর হামাসের আধিপত্য ধরে রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি গাজা যুদ্ধের জন্য হামাসকে দায়ী না করে এবং হামাস নেতাদের আত্মসমর্পণ ও পণবন্দিদের মুক্ত করে দেয়ার আহ্বান না জানিয়ে উল্টো হামাসের পক্ষে কথা বলছেন।

জাতিসংঘে নিযুক্ত ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত তার এক্স পোস্টে অ্যান্তোনিও গুতেরেসের বিরুদ্ধে চরম ঔদ্ধত্ব প্রকাশ করেছেন এ কথা লিখে যে, আমি আবারো এই মুহূর্তে জাতিসংঘ মহাসচিবের পদত্যাগ কামনা করছি। আমাদের এমন একজন মহাসচিব দরকার যিনি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে' সমর্থন করবেন। আমাদের এমন মহাসচিবের প্রয়োজন নেই যিনি হামাসের লিখিত স্ক্রিপট অনুযায়ী কাজ করবেন।

এর আগে বুধবার গাজা ইস্যুতে জাতিসংঘের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ নেন সংস্থাটির মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় জাতিসংঘ সনদের ৯৯ ধারা জারি করার আহ্বান জানান তিনি। এই ধারা যেকোনো বৈশ্বিক সংকট সমাধানে জাতিসংঘ মহাসচিবের সবচেয়ে শক্তিশালী কূটনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত।

বুধবার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান প্রধান জ্যাভিয়ার লোপেজ ডোমিঙ্গুয়েজের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে জাতিসংঘ সনদের ৯৯ অনুচ্ছেদ জারির আহ্বান করেন আন্তোনিও গুতেরেস। এই ধারায় বলা আছে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে এমন বিষয়ে যেকোনো পদক্ষেপ নিতে পারেন জাতিসংঘ মহাসচিব। তিনি অবিলম্বে গাজায় একটি মানবিক যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার আহ্বান জানান।

১৬ বছর পর কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন পেরুর সাবেক প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে দণ্ডপ্রাপ্ত লাতিন আমেরিকার দেশ পেরুর সাবেক প্রেসিডেন্ট আলবার্তো ফুজিমোরি ১৬ বছর পর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

আলবার্তো ফুজিমোরিকে ১৯৯০-এর দশকে তার দশক-দীর্ঘ শাসনামলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য ২৫ বছরের কারাদণ্ড দেয় আদালত। দেশটির সর্বোচ্চ আদালত ২০১৭ সালে তাকে ক্ষমা করে মুক্তির আদেশ দেন। আদালতের অনুমতির পর স্থানীয় সময় বুধবার সন্ধ্যায় তিনি ছাড়া পান। ফুজিমোরি ২০০৭ সালে চিলি থেকে প্রত্যর্পণের পর ১৬ বছর কারাগারে ছিলেন।

বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়। আন্তঃআমেরিকান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস (আন্তঃ-আমেরিকান আদালত) এবং ভুক্তভোগীদের পরিবারের সমালোচনা সত্ত্বেও আদালত মানবিক ভিত্তিতে ক্ষমা পুনরুদ্ধারের রায় দেওয়ার একদিন পর বুধবার ৮৫ বছর বয়সী ফুজিমোরিকে লিমার বারবাডিলো কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। ৮৫ বছর বয়সী ফুজিমোরি কারাগার থেকে বের হওয়ার পর একটি গাড়িতে উঠছেন। এ সময় সেখানে তাঁর সমর্থকদের ভিড় ছিল। কারাগার প্রাঙ্গণ ছেড়ে যাওয়ার সময় সেখানে সাংবাদিকেরা ভিড় করেন।

তার মুক্তির দিনে জেলের বাইরে সমর্থকরা জড়ো হয়েছিল। কারাগার থেকে বের হয়ে একটি গাড়িতে উঠেন। এ সময় ফুজিমোরিকে তার দুই সন্তান এবং একজন ব্যবসায়ী কেনজি অভ্যর্থনা জানান।

কারাগারের বাইরে অপেক্ষারত ফুজিমোরি সমর্থক ক্যাটালিনা পন্স দিনের শুরুতে বলেন, ফুজিমোরির বিরুদ্ধে এই অবিচারের অবসান হওয়ার সময় এসেছে। আমাদের দেশ তার পায়ে দাঁড়িয়েছে।

ফুজিমোরি জাপানি ঐতিহ্যের অধিকারী এবং ১৯৯০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দেশটির নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার সমর্থকরা বিশ্বাস করেন, তিনি পেরুকে শাইনিং পাথ সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং অর্থনৈতিক পতন থেকে রক্ষা করেছিলেন।

তবে সমালোচকরা বলছেন, তিনি গণতন্ত্রের অপব্যবহার করেছেন এবং শাইনিং পাথের বিরুদ্ধে তার সরকারের যুদ্ধের সময় নৃশংসতা করেছেন।

সাবেক রাষ্ট্রপতিকে ২০০৯ সালে ১৯৯১ এবং১৯৯২ সালে ২৫ জনকে হত্যার আদেশ দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তবে সাবেক রাষ্ট্রপতি পেদ্রো পাবলো কুজিনস্কি ২০১৭ সালে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

এই সপ্তাহের সাংবিধানিক আদালতের রায় না হওয়া পর্যন্ত আন্তঃআমেরিকান আদালত এবং ভুক্তভোগী পরিবারের চাপের পর নিম্ন আদালত কর্তৃক ক্ষমা বারবার বাতিল বা স্থগিত করা করে।

আদেশের পর আন্তঃ-আমেরিকান আদালতের সভাপতি পেরুকে শর্ত পূরণ করা হয়েছে কিনা তা বিশ্লেষণ করার জন্য 'সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান' না পাওয়া পর্যন্ত ক্ষমা বন্ধ করতে বলেছিলেন।

২০০০ সালের নভেম্বরে ফুজিমোরিকে নৈতিক অক্ষমতার কারণে অভিশংসন করা হয় এবং দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। তার একদিন পর তিনি জাপানে পালিয়ে যান, যেখানে তার বাবা-মা ছিলেন, এবং ফ্যাক্সের মাধ্যমে পদত্যাগ করেন। পরে তিনি চিলিতে যান, সেখান থেকে তাকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যর্পণ করা হয়।

সম্প্রতি তিনি শ্বাসযন্ত্র, স্নায়বিক এবং উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছেন এবং জিহ্বার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন। ক্ষমা পুনঃস্থাপনের মঙ্গলবারের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে না বলে জানিয়েছে আদালত।

ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের প্রভাবে রাজধানীতে গতকাল বুধবার থেকেই বৃষ্টি ঝরছে। বৃষ্টি হয়েছে আজ বৃহস্পতিবার সারা দিন। অসময়ের এই বৃষ্টিতে ভোগান্তিতে পড়েন রাজধানী ঢাকার বাসিন্দারা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিমান থেকে কুরআনের আয়াত লেখা লিফলেট ছুড়ল ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিস শহরে এবার বিমান থেকে পবিত্র কুরআনের আয়াত লেখা সম্বলিত লিফলেট ফেলেছে দখলদার ইসরায়েল। বুধবার (৬ ডিসেম্বর) ফেলা এসব লিফলেটে সুরা ২৯ (আনকাবুতের) ১৪ নম্বর আয়াতটি তুলে ধরা হয়েছে। কুরআনের এ আয়াতে বলা হয়েছে, 'প্রবল বন্যা তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল; কারণ তারা ছিল অন্যায়কারী।' গাজার খান ইউনিসের সাংবাদিক আমীর তাবস জানিয়েছেন, তারা দেখেছেন ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান থেকে এই আয়াত লেখা কয়েক হাজার লিফলেট ছোড়া হয়েছে। যেগুলো মাটিতে এসে পড়েছে। এই সুরায় নুহ নবীর আমলে হওয়া প্রবল বন্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাংবাদিক আমীর তাবস বলেছেন, এরমাধ্যমে ইসরায়েলিরা খুব সম্ভবত বুঝিয়েছে 'সামনে গাজাবাসীর জন্য খারাপ কিছু আসছে।' গাজার কেউ কেউ বলছেন– ইসরায়েলিরা পরিকল্পনা করছে গাজায় সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের যেসব গোপন সুড়ঙ্গ আছে; সেগুলো সমুদ্রের পানি দিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া হবে। কুরআনের এই আয়াতের মাধ্যমে হয়ত ইসরায়েলিরা বুঝিয়েছে, হামাস অন্যায় করেছে। আর এ কারণে এখন সমুদ্রের পানি দিয়ে তাদের ডুবিয়ে দেওয়া হবে।

২০০০ বছরের পুরনো ভাস্কর্য ফিরে পেল লিবিয়া

আপনজন ডেস্ক: উত্তর আফ্রিকার দেশ লিবিয়াকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি মার্বেল ভাস্কর্য ফিরিয়ে দিয়েছে সুইজারল্যান্ড। অতিপ্রাচীন এই ভাস্কর্যটি ২ হাজারেরও বেশি বছরের পুরোনো। এটি বর্তমান লিবিয়ার একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সাইট থেকে আবিষ্কার করা হয়েছিল। সুইজারল্যান্ডের সরকার প্রাগৈতিহাসিক আমলের একটি লিবিয়ান মার্বেল ভাস্কর্য লিবিয়ার কাছে হস্তান্তর করেছে। এটি ২ হাজার বছরেরও বেশি পুরোনো বলে বিশ্বাস করা হয়।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৭ মি.

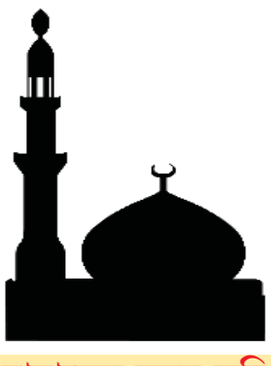

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৯	৬.০৫
যোহর	১১.৩৩	
আসর	৩.১৬	
মাগরিব	৪.৫৭	
এশা	৬.১২	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৮	

ডেনমার্কে কুরআন পোড়ানো বন্ধ করতে বিল পাস

আপনজন ডেস্ক: প্রকাশ্যে কুরআন পুড়ানো বন্ধে ডেনমার্কের পার্লামেন্টে বৃহস্পতিবার একটি বিল পাস হয়েছে। এখন থেকে ইসলামের পবিত্র এই গ্রন্থ দেশটিতে পুড়ানো বেআইনি বলে বিবেচিত হবে। সম্প্রতি দেশটিতে কুরআন অবমাননা নিয়ে মুসলিম দেশগুলো বিক্ষোভ করার পর বিলটি পাস হয়েছে। নতুন এই আইন ভঙ্গ করলে জরিমানা বা দুই বছরের কারাদণ্ড হতে পারে বলে সরকার জানিয়েছে।

ডেনমার্ক ও সুইডেন চলতি বছর বেশ কয়েকটি প্রকাশ্য বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছে যেখানে ইসলাম বিরোধীরা কুরআনের কপি পুড়িয়েছে বা অন্যথায় ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এই ধরনের ঘটনার বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের ক্ষুব্ধ করেছে। মুসলিম বিশ্ব সম্মিলিতভাবে নর্ডিক সরকারগুলাকে এই ধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জোরালো দাবির তুলেছে। ধর্মের সমালোচনা করার অধিকারসহ সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত বাক-স্বাধীনতা ও কুরআন পোড়ানোর ফলে ইসলামপন্থীদের আক্রমণ শুরু হবে এমন আশঙ্কা থেকে ডেনমার্ক জাতীয় নিরাপত্তার ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল।

সুইডেন ও ডেনমার্কের অভ্যন্তরীণ সমালোচকরা যুক্তি দিয়েছেন যে কুরআন পোড়ানোসহ ধর্মের সমালোচনা করার যে কোনও সীমাবদ্ধতা এই অঞ্চলে কঠোর-সংগ্রামী উদারনৈতিক স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করে।

৫ সহপাঠীকে গুলি করে শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার ব্রায়ানস্ক শহরের একটি স্কুলে পাঁচ সহপাঠীকে গুলি করে আত্মহত্যা করেছে এক শিক্ষার্থী। বৃহস্পতিবার (৭ ডিসেম্বর) এই ঘটনায় বন্দুকধারীসহ দু'জন নিহত হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ বিভাগ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, রাশিয়ার ব্রায়ানস্ক শহরের একটি স্কুলে বন্দুক নিয়ে আক্রমণ করে এক শিক্ষার্থী। সেই ঘটনায় পাঁচজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। তার কিছুক্ষণ পরেই আত্মহত্যা করেছে ওই আক্রমণকারী। আহতদেরকে চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

রুশপন্থী সাবেক ইউক্রেনীয় এমপিকে গুলি করে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনের পার্লামেন্টের একজন সাবেক সদস্যকে মস্কোতে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ইলিয়া কিভা নামে সাবেক ওই এমপি রুশপন্থী ছিলেন। ইউক্রেনের কাছ থেকে 'দেশদ্রোহী' আখ্যা পাওয়া কিভাকে বুধবার রাশিয়ার মস্কোর ওডিনসোভো এলাকার একটি পার্কে গুলি করে হত্যা করা হয়। এদিকে এ হত্যার দায় স্বীকার করেছে ইউক্রেন। দেশটি বলেছে, ইউক্রেনের অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকদের পরিণতিও হবে একই রকম। বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউক্রেনীয় গোয়েন্দারা মস্কোর কাছে ইলিয়া কিভাকে গুলি করে হত্যা করেছে বলে দাবি করেছে কিয়েভ। জানা গেছে, মস্কোর দক্ষিণ-পশ্চিমে ওডিনসোভো অঞ্চলের একটি পার্কে দেশদ্রোহী ইউক্রেনীয় এ সংসদ সদস্যকে হত্যা করা হয়। রাশিয়ান তদন্তকারীরা এ ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছেন। তারা সন্দেহভাজন এক ব্যক্তির খোঁজে অনুসন্ধান শুরু করেছেন। ওই ব্যক্তি অজ্ঞাত অস্ত্র থেকে ইলিয়া কিভার ওপর গুলি চালায়। এতে ইলিয়া ঘটনাস্থলেই মারা যান। ইউক্রেনের সিকিউরিটি সার্ভিস (এসবিইউ) ইলিয়া কিভাকে হত্যা করেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে মস্কো আক্রমণ করার আগে কিভা ইউক্রেনের পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। তিনি অনলাইনে ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করতেন।

হুথিদের সঙ্গে সংঘর্ষে না জড়াতে ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বান

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার ওপর নির্বিচার বিমান হামলার জবাব দিতে দখলদার ইসরায়েলের বিভিন্ন অবৈধ বসতি লক্ষ্য করে প্রায়ই হামলা চালাচ্ছে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা। পাল্টা আঘাত হানছে ইসরায়েলও। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

তবে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ইরান সমর্থিত হুথিদের হামলার জবাবে পাল্টা হামলা না চালাতে ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কর্মকর্তাদের বরাতে সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, তাদের আশঙ্কা যদি ইসরায়েল হামলার জবাব দিতে হুথিদের লক্ষ্য করে ইয়েমেনে হামলা চালায় তাহলে– বর্তমান যুদ্ধ এই অঞ্চলের অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে যেতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে জানিয়েছে, হুথিদের হামলার জবাব দিতে সমুদ্রে মার্কিন জাহাজ রয়েছে। এরমধ্যেই ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে হুথিরা যেসব ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে, সেগুলোর বেশ কয়েকটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ভূপাতিত করেছে। আর বাকিগুলো ভূপাতিত করেছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

প্রথম নজর

মিগজাউমের প্রভাবে বৃষ্টি, ব্যাপক ক্ষতির মুখে চাষিরা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: মিগজাউম-এর প্রভাবে গত ২৪ ঘন্টায় ৪৫.৯ মিলিমিটার বাঁকুড়া জেলায় বৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে ধান চাষী ও সবজি চাষীরা । ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম এর প্রভাবে রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলাতেও শুরু হয়েছে বৃষ্টিপাত । গত ২৪ ঘন্টায় বাঁকুড়া জেলায় মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪৫.৯ মিলিমিটার । আর এই বৃষ্টির ফলে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে ধান চাষি ও সবজি চাষীরা । সোনামুখী ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বেগুন ঝিঙে সহ বিভিন্ন সবজি জমিতে জমে রয়েছে জল । ইতিমধ্যেই বেগুনে পচন ধরতে শুরু করেছে পাশাপাশি আলু জমিতেও জল জমে রয়েছে । ফলে আলুতে পচন ধরার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে কৃষকদের মধ্যে । অন্যদিকে বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের রতনপুর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিঘার পর বিঘা ধান জলের তলায় ভাসছে । সব মিলিয়ে ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম এর প্রভাবে মাথায় হাত পড়েছে কৃষকদের । এই পরিস্থিতিতে আগামী দিনে তাদের কিভাবে সংসার চলবে তাই ভেবে রাতের ঘুম ছুটেছে তাদের।

রতনপুর অঞ্চলের এক কৃষক ফুলচাঁদ মেটে জানান , আমি ৬ বিঘা ধান চাষ করেছি পুরো ধান এই মুহূর্তে জলের তলায় রয়েছে।

ওয়েসি দরবার শরীফে ঈসালে সওয়াব

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতার মানিক তলায় ফতেহ আলি ওয়েসির দরবার শরীফে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরেও ৬-৭ ডিসেম্বর শাওয়েসীর ১৩৭তম ওফাত দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার শেষ হল ঈসালে সওয়াব মাহফিল।

উপস্থিত ছিলেন পীরজাদা তহা সিদ্দিকী, পীরজাদা আসেম বিল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী, দরবারের দায়িত্ব প্রাপ্ত কুতুবুদ্দিন তরফদার ও জালাল উদ্দিন কাজী সহ অনেকে।

প্রথমদিনে রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

মিষ্টি দোকানের ফ্রিজে রাখা পচা দই বের করে দোকানদারকে খাওয়ালেন বিডিও!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: দীর্ঘদিন থেকে দোকানের ফ্রিজে রাখা থাকে পচা দই। আচমকা অভিযানে গিয়ে চক্ষু কপালে বিডিও প্রশান্ত বর্মনের। ফ্রিজ থেকে পচা দই বের করে দোকান মালিকে খাওয়ালেন বিডিও। জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবা বাজারের ঘটনা। তিনি আগেই জানিয়েছে তিনি তার ব্লকের বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আচমকা অভিযান চালাবেন। সেই মতো বৃহস্পতিবার সকালে বিডিও নিজের নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে আজ বেলাকোবা বাজারে হানা দেয়া খতিয়ে দেখেন বিভিন্ন হোটেল, মিষ্টির দোকান ও অন্যান্য খাবারের দোকানে থাকা খাবারের গুনগত মান। মিষ্টির দোকানের ফ্রিজ খুলে দেখেন রাখা রয়েছে দীর্ঘদিনের দই। দইয়ের উপর রীতিমতো ফাঙ্গাস পরে গেছে। দোকান মালিকে ধমক দেওয়ার পাশাপাশি সেই ফাঙ্গাস পরা দই খাওয়ালেন দোকান মালিককেএছাড়াও হোটেলে রাখা খাবার দিয়ে ব্যাপক দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। সেই সমস্ত খাবার ফ্রিজ থেকে বের করে বাইরে ফেলে দেন বিডিও৷ পাশাপাশি বেলাকোবার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের গিয়ে মিড ডে মিলের খাবারের গুনগত মান খতিয়ে দেখেন ও ছাত্র ছাত্রীদের সাথে কথাও বলেন বিডিও প্রশান্ত বর্মন। বৃহস্পতিবার সমস্ত দোকান মালিকদের সতর্ক করে তিনি বলেন, আমি আবার আসবো। সেই সময় যদি এই ধরনের খাবার দেখা যায় দোকানে রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভিডিওর এ হেন ভূমিকাকে প্রশংসা করেছেন সকলে।

মদ মুক্তদেশ গঠনের দাবিতে আন্দোলনে ওয়েলফেয়ার পার্টি

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মদ মুক্ত, জুয়া মুক্ত, ঘুষ মুক্ত দেশ গঠনের দাবিতে রাজ্য জুড়ে আন্দোলনে নেমেছে ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়া। এদিন সকালে একটি র‍্যালির মাধ্যমে আন্দোলন অব্যাহত মালদা জেলা জুড়েও।তারই অঙ্গ হিসাবে সংগঠনের পক্ষ থেকে মালদা শহর জুড়ে বৃহস্পতিবার এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। শহরের রথবাড়ি থেকে শুরু হয় এই পদযাত্রা। গোটা মালদা শহর পরিক্রমা করে জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে এসে উপস্থিত হন সংগঠনের কর্মীরা। এরপর এই দাবিতে সংগঠনের কয়েকজন প্রতিনিধি জেলা শাসকের হাতে একটি দাবি সনদ তুলে দেন।এই বিষয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়।মদ মুক্ত, জুয়া মুক্ত, ঘুষ মুক্ত দেশ গঠনের দাবিতে রাজ্য জুড়ে আন্দোলনে নেমেছে ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়া। এদিন সকালে একটি র‍্যালির মাধ্যমে আন্দোলন অব্যাহত মালদা জেলা জুড়েও।তারই অঙ্গ হিসাবে সংগঠনের পক্ষ থেকে মালদা শহর জুড়ে বৃহস্পতিবার এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল।সেই র‍্যালি জেলা শাসকের অফিসে সামনে এসে শেষ হয়।

মমতাকে নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব তৃণমূলের মহিলা নেত্রী-মন্ত্রীরা

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং-এর বিরূপ মন্তব্যের অভিযোগে বৃহস্পতিবার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস। এ দিন দিল্লিতে তৃণমূলের মহিলা এমপিরা এবং কোলকাতায় তৃণমূল মহিলা নেত্রী-মন্ত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংকে মন্ত্রিসভা থেকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছেন । কলকাতার হাজরা মোড়ে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য । এ সময়ে তারা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের বিরুদ্ধে লেখা 'ধিক্কার-ধিক্কার, গিরিরাজ সিংকে ধিক্কার', 'বাংলার মা-বোনেরা দিচ্ছে ডাক, বিজেপি সরকার নিপাত যাক', ইত্যাদি পোস্টার গলায় ঝুলিয়ে বিভিন্ন শ্লোগান দেন। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার সংসদ চত্বরে গান্ধী মূর্তির সামনে পোস্টার প্রদর্শনের মধ্যদিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন তৃণমূলের নারী এমপি'রা । উপস্থিত ছিলেন মৌসম বেনজির নূর, মহুয়া মৈত্র, শতাব্দী রায়, মালা রায়, প্রতিমা মণ্ডল এবং অপরূপা পোদ্দার । তৃণমূল এমপিদের দাবি, অবিলম্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে এবং তাকে মন্ত্রিসভা থেকে বহিষ্কার করতে হবে। প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলিউড শিল্পীদের সঙ্গে থিম সংয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং মমতাকে কটাক্ষ করে বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য দুনিয়ায় রয়েছেন । বাংলায় যখন গরিবের অধিকার কেড়ে নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে, তখন উনি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সালমান খানের সঙ্গে ঠুমকা লাগাচ্ছেন । এটা দুর্ভাগ্যজনক !' কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এমনই মন্তব্যে তৃণমূল মহলে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে । প্রতিবাদে সরব হচ্ছেন তৃণমূল নেতৃত্বরা

অভিষেকের কেন্দ্রে প্রথম দিনেই বার্ধক্যভাতার ১৫ হাজার ফর্ম বিলি

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: যেমন কথা তেমন কাজ। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রী অভিষেক ব্যানার্জী কথা দিয়েছিলেন ৭০ হাজার মানুষকে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হবে । যেমনি কথা দিয়েছিলেন তেমনি কথা রাখলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ১০ই নভেম্বর,২০২৩ তার লোকসভা কেন্দ্রের ফলতা সভা থেকে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের যাদের বার্ধক্য ভাতা পেতে সমস্যা হচ্ছে তাদেরকে আমি বার্ধক্য ভাতা দেব। এরূপ ৭০ হাজার মানুষ যাতে নতুন বছরে বার্ধক্য ভাতা যাতে তাদের একাউন্ট এ ঢুকে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের ৭ টি বিধানসভার প্রতিটা অঞ্চলে এবং পৌরসভার ওয়ার্ড গত বুধবার থেকে "সাংসদ সহায়তা কেন্দ্র " খোলা হয়েছে। সেখানে বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিরা আসবেন এবং সাংসদ প্রেরিত ফর্ম ফিলাপ সহ প্রয়োজনীয় তথ্য জমা করবে। প্রথম দিনে সাতটি বিধানসভার অন্তর্গত মানুষ ফর্ম ফিলাপ করেছেন ১৫ হাজার । বৃহস্পতিবার দিনও সেই কর্মকাণ্ড চলছে প্রতিটি জায়গায় যেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের টিম তথা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা ছোট ছোট বুথ তৈরি করে বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন সমস্ত বৃদ্ধ মানুষ সাংসদ অভিষেককে আশীর্বাদ করেন। ডায়মন্ডহারবার পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে ষাট উর্ধ্বে এক সিপিএম কর্মী কান্তা দত্ত আসেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বার্ধক্য ভাতা পাবার জন্য ফরম ফিলাপ করতে। কান্তারবাবু বলেন অনেক সাংসদ দেখেছি তবে অভিষেকের মতন এতটা মানবিক সাংসদ কখনো দেখিনি যিনি কেবলমাত্র নিজের লোকসভা কেন্দ্রের মানুষের কথা ভেবে ষাট উর্ধের মানুষদের কথা চিন্তা করেন এরকম সাংসদ সর্বত্র জায়গা থাকলে দেশের উন্নতি হবে।দেশের মধ্যে একমাত্র সাংসদ যিনি উন্নয়নের সাথে সাথে "নিঃশব্দ বিপ্লব " কর্মসূচির মাধ্যমে তার লোকসভা কেন্দ্রে কি কাজ করেছেন পুস্তিকা আকারে জনগণের সামনে তুলে ধরেন। যমুনা হালদার এক বৃদ্ধা তিনি বলেন কবিরের সময় আমাদের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দিয়েছে করণা পরীক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা করেছেন সাংসদ ,এই মানবিক সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় ভালো ছেলে গো, ওকে আশীর্বাদ করি অনেক বড় হোক। ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক শামীম আহমেদ বলেন ডায়মন্ড হারবার সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর নির্দেশ মতোন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বিধানসভা তে মানুষের পরিষেবার দেওয়ার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা ছোট ছোট বুথ করে বার্ধক্য ভাতার ফরম ফিলাপ করে দিচ্ছে যেখানে মানুষ এসে যাতে কোন অসুবিধা না হয় সর্বদা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা সাহায্য করবেন। তিনি আরো বলেন এই সাংসদ সহায়তা কেন্দ্র খোলা থাকবে প্রথম দফায় ৬-১০ ই ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত এবং ২য় দফায় ১১--১৫ ই ডিসেম্বর,২০২৩ পর্যন্ত। ইতিমধ্যে প্রথম দিনে ১৫ হাজার মানুষ বার্ধক্য ভাতার জন্য ফরম ফিলাপ করে সংসদ অফিসে জমা পড়েছে বলে জানা যায়। আর এদিন ডায়মন্ড হারবার এক নম্বর ব্লক ২ নম্বর ব্লক ও পৌরসভার এলাকায় ঘুরে দেখেন সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর পি এ সুমিত রায় ,সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তাদের সমস্যার কথা ও শোনেন।

পিকআপ ভ্যান ও অটোর সংঘর্ষে মৃত্যু

নাজিম আক্তার ● চাঁচল

আপনজন: পিকআপ ভ্যান ও যাত্রীবাহী অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক জনের।গুরুতর জখম হয়েছেন অটোয় থাকা আরো পাঁচজন যাত্রী।]

দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুর একটা নাগাদ

মালদহের চাঁচল আশাপুর রাজ্য সড়কের দিঘি-বাসিলহাট এলাকায়।যুবকের অকাল মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের লোকেরা।পুলিশ মৃত দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,মৃতের নাম আজম আলি(১৭)।বাড়ি চাঁচলের গৌরহন্ডে।

জখমদের চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।পিক-আপ ভ্যান ও চালককে আটক করেছে চাঁচল থানার পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,অটোটি যাত্রী নিয়ে আশাপুর থেকে চাঁচলের দিকে আসছিল এবং পিকআপ ভ্যানটি চাঁচল থেকে আশাপুরের দিকে যাচ্ছিল।দিঘি-বাসিলহাট এলাকায় পিকআপ ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি অটোটিকে ধাক্কা মারে।ঘটনাস্থলে যুবকের মৃত্যু হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বৃদ্ধাকে তার পরিবারের হাতে ফেরাল পুলিশ

সেখ রিয়াজউদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: গতকাল অর্থাৎ বুধবার রাত্রে বীরভূম জেলার খয়রাশোল থানার সিভিক ভলান্টিয়ারদের পাঁচড়া গ্রামে ডিউটি চলাকালীন স্থানীয় হাটতলায় ৭০ বছর বয়সী এক মহিলাকে অসহায় অবস্থায় দেখতে পান এবং বুঝতে পারেন মহিলাটি এলাকার নয়।সেই মুহুর্তেই মহিলাটিকে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় দেয় সাথে খাবারও দেয়।এরপর সিভিক ভলান্টিয়ারেরা খয়রাশোল থানার ও সি তপাই বিশ্বাসের সাথে যোগাযোগ করে বিষয়টি জানাতেই তিনি থানায় নিয়ে আসার জন্য বলেন।থানায় যাওয়ার পর পুলিশ জানতে পারেন যে, মহিলাটির নাম জিবেন্নেসা বিবি,স্বামী হায়দার আলি।বাড়ী ঝাড়খণ্ডের দেওঘর জেলার মধুপুর থানার ধাবনা ফতেপুর গ্রামে।মহিলার বাড়ীতে রয়েছে তিন পুত্র ও স্বামী।জেলা পুলিশের সহায়তায় খয়রাশোল থানার পুলিশ যোগাযোগ করেন দেওঘর জেলার বিভিন্ন থানায়। রাত্রি বারোটা নাগাদ মহিলার ঠিকানা নিশ্চিত হতেই তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়।খবর পেয়ে মহিলাটির স্বামী এবং এক ছেলে খয়রাশোল থানায় আসেন বৃহস্পতিবার দুপুরবেলা। স্বামী ও পুত্রের হাতে দায়িত্ব সহকারে মহিলাকে তুলে দেওয়া খয়রাশোল থানার পক্ষ থেকে।মহিলাটির স্বামী ও পুত্র বীরভূম জেলা পুলিশের সাথে সাথে খয়রাশোল থানার ও সি তপাই বিশ্বাস সহ থানার অন্যান্য আধিকারিক ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। খয়রাশোল থানার সিভিক ও পুলিশের এরূপ তৎপরতায় ৭০ বছরের বৃদ্ধাকে তার পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ায় ফের একবার পুলিশের মানবিক মুখ দেখল এলাকাবাসী।

হোড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েতে...

হোড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনে বক্তব্য রাখছেন সুতাহাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অশোক কুমার মিশ্র।
ছবি: সেক আনোয়ার হোসেন

এখনও শীতের দেখা নেই, হতাশায় জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ীরা

বাবলু প্রামানিক ● জয়নগর

আপনজন: নভেম্বরের মাঝামাঝি হতে চলল। কিন্তু এখনও শীতের দেখা নেই। আর শীত না পড়ায় মোয়া তৈরির উপকরণ পাচ্ছেন না জয়নগরের মোয়া প্রস্তুতকারকরা। ফলে দেশ হোক বা বিদেশ, আসল মোয়ার স্বাদ পেতে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে সাধারণ মানুষকে। ব্যবসায়ীদের কথায়, ঠান্ডা না পড়াতে খেজুর গাছেও রস পাচ্ছেন না শিউলিরা। ফলে বাজারে এখনও অধরা নতুন গুড়। গুড় না ওঠায় মোয়া তৈরি হতেও তাই এবার বেশ দেরিই হবে। মোয়া প্রস্তুতকারকরা জানাচ্ছেন, কালীপুজোর সময় শিউলিরা খেজুর গাছ পরিষ্কার করিয়ে রস সংগ্রহ করেন। সেই রস বাজারে আসতেই নতুন গুড় তৈরি হয়ে যায়। তা থেকে মোয়া। তারসঙ্গে খই, কিশমিশ, এলাচ, কাজু- এসব তো থাকেই। কিন্তু মূল যেটা তা হল নতুন গুড়। এখনও বাজারে ভাল নতুন গুড় নেই। এখানকার মোয়ার প্রধান উপাদান কনকচূর ধানের খই, নলেন গুড় ও গাওয়া ঘি। এছাড়াও ক্ষীর, পেস্তা, কাজুবাদাম, কিশমিশ ব্যবহার করা হয়।দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার কুলপি, কাকদ্বীপ ও নামখানা অঞ্চলের কয়েকশো বিঘা জমিতে কনকচূর ধানের চাষ হয়। শীতকালে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করেন শিউলিরা। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের রস পাওয়া যায় যে খেজুর গাছকে কয়েকদিন বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে এমন গাছ থেকে। এই গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে তিন দিন রাখা হয়। তারপর সেই রস ঢিমে আঁচে জ্বাল দিয়ে তৈরি হয় নলেন গুড়। তা দিয়ে মোয়া তৈরি হয়। তারপর তা চাহিদা অনুযায়ী চলে যায় বিভিন্ন রাজ্যে। এমনকী, দেশের বাইরে আমেরিকা, কানাডাতেও রফতানি হয় জয়নগরের মোয়া। ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, বিদেশ থেকে মোয়ার অর্ডার এসে গিয়েছে। কিন্তু নতুন গুড় না ওঠায় মোয়া তৈরিতে হাত দিতে পারেননি তাঁরা। জয়নগর–বহড়ু এলাকায় যারা খেজুর গাছ থেকে রস পেড়ে গুড় তৈরি করেন তাঁরাও জানাচ্ছেন, শীত না পড়াতে এবছর রস সেভাবে পড়ছে না। গুড়ের জোগানে তাই ঘাটতি আছে। ভাল বড় সাইজের মোয়ার দাম ৪০ টাকা পিস। যেগুলো বাইরে রফতানি হয়। তাছাড়া ২০ টাকা পিসের মোয়াও খুব ভাল। তবে ব্যবসায়ীদের কথায়, এত দাম দিয়ে মোয়া কেনেন আর ক'জন! তাই বাজার ছেয়ে যায় নকল জয়নগরের মোয়াতেই। ছ'টাকা-সাত টাকা পিসের সেই মোয়ারই চাহিদা সবথেকে বেশি। নকল মোয়াতে নলেন গুড়ের পরিবর্তে রাসায়নিক সুগন্ধী এবং কনকচূর ধানের খইয়ের পরিবর্তে থাকে নিম্নমানের খই।

বাদমুলুকে জল প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন ডিপিএসসি চেয়ারম্যান

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বালুরঘাট পশ্চিম চক্র ও তপন পূর্ব চক্রের কয়েকটি স্কুল পরিদর্শন এর পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করলেন ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান সন্তোস হাঁসদা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত বাদমুলুক এলাকায় এদিনের এই জল প্রকল্পের শিলান্যাস কার্যক্রমে ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মলয় মন্ডল সহ আরো অনেকে।

এবিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা বলেন, 'বাদমুলুক সাঁওতালি মিডিয়াম স্কুলের পাশে বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে পানীয় জল প্রকল্পের কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের শুভ সূচনা করা হলো। পুরোপুরি আদিবাসী অধ্যুষিত ওই এলাকায় সৌর বিদ্যুৎ চালিত জলের প্রকল্প চালু হতে চলায় এলাকার বাসিন্দারা উপকৃত হবেন। পাশাপাশি সেখানে সাঁওতালি মিডিয়ামের প্রাথমিক এবং উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় এর প্রধান পাঠন চলে। এর ফলে এলাকাবাসীদের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও এর ফলে উপকৃত হবে।'

অকাল বৃষ্টি, খণ্ডঘোষে ক্ষয়ক্ষতি রবি শস্যের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● খন্ডঘোষ

আপনজন: প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শস্য গলা পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষের চাষীদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা। বেশিরভাগ ধান জলের তলায় । ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আলু ,সরিষা অন্যান্য রবি শস্য। খণ্ডঘোষে ১১১ টি মৌজায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।এর মধ্যে আলু এক হাজার হেক্টর, ধান ১৯৫০০ হেক্টর এর মধ্যে ১৭ হাজার হেক্টর ক্ষতিগ্রস্ত । সবজি একশো হেক্টরই ক্ষতিগ্রস্ত । সরিষা ৩০০ হেক্টরের মধ্যে ৫০ হেক্টর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খণ্ডঘোষের বিডিও অভিক কুমার ব্যানার্জি ও বিভিন্ন এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান সহ অন্যান্য আধিকারিকরা মাঠে নেমে পড়েছেন। খন্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর সফিকুল ইসলাম বলেন আমরা ক্ষতিগ্রস্থ চাষীদের সঙ্গে আছি ।রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা মাথায় রেখেই শস্য বীমা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন ।আমরা চাষীদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি । এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এখনো পর্যন্ত ঘরবাড়ি বা অন্যান্য বড় ঘটনা ঘটেনি ।শুধুমাত্র চাষিদের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেক আগে থেকেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলা করার জন্য শস্য বীমা চালু করেছেন এবং প্রতিবছরই প্রতি চাষীদের কে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেছেন।সরকারি ভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ করা হচ্ছে। পূর্ব বর্ধমানের শস্য গোলার অন্যতম ধান উৎপাদন করা জায়গা হচ্ছে খন্ডঘোষ সেই খণ্ডঘোষের চাষীদের এই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি চাষীদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গঙ্গায় যুবকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: গঙ্গা থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হল বৃহস্পতিবার। তাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার ধুসরিপাড়া এলাকায়। খবর পেয়ে ছুটে আসে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। মৃত ওই যুবকের নাম পরিচয় জানা যায়নি। জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর নাগাদ ধুসরিপাড়া গঙ্গাঘাট এলাকায় স্নান করতে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। সেসময় হঠাৎ গঙ্গার জলে মৃতদেহটি ভাসতে দেখা যায়। জলে মৃতদেহের খবর জানাজানি হতেই কার্যত হৈচৈ সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়ে। খবর দেওয়া হয় সামশেরগঞ্জ থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

প্রথম নজর

চাতরা-মুরারাইয়ের মধ্যে ৩য় লাইন তৈরির কাজে বাতিল বহু ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: চাতরা ও মুরারাই স্টেশনের মধ্যে তৃতীয় লাইন তৈরীর কাজের উদ্দেশ্যে আগামী ১০ই ডিসেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২ দিনের জন্য ঐ সেশনে নন ইন্টারলকিং এর কাজ শুরু হবে। এর ফলে ওই দিনগুলিতে কিছু ট্রেন বাতিল থাকবে, কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হবে, কিছু ট্রেন ঘুরপথে যাবে এবং কিছু ট্রেনের যাত্রাশুরুর সময় পরিবর্তিত হবে। এর মধ্যে হাওড়া থেকে ১৩০১১ আপ হাওড়া মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, ১৩০৩১ হাওড়া- জয়নগর এক্সপ্রেস, ১৩০২৭ হাওড়া আজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেস, ১৩০২৩ হাওড়া গয়া এক্সপ্রেস এবং শিয়ালদহ থেকে ১৩১৪৯ শিয়ালদহ আলিপুরদুয়ার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ৯-২১ ডিসেম্বর অবধি বাতিল থাকবে। এছাড়াও, ৩৫৪০৬ সাহেবগঞ্জ রামপুরহাট এক্সপ্রেস স্পেশাল, ০৩০৯৩ আজিমগঞ্জ রামপুরহাট স্পেশাল, ০৩০৮৮ রামপুরহাট আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, ০৩০৯৪ রামপুরহাট আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, ০৩৪০৭ রামপুরহাট সাহেবগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল এবং ০৩৪১১ রামপুরহাট বারহারওয়া প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ৯-২১ ডিসেম্বর অবধি বাতিল থাকবে, হাওড়ামুখী ১৩০১২ মালদা টাউন হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, ১৩০৩২ জয়নগর হাওড়া এক্সপ্রেস, ১৩০২৮ আজিমগঞ্জ হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস, ১৩০২৪ গয়া - হাওড়া এক্সপ্রেস এবং শিয়ালদহ মুখী ১৩১৫০ আলিপুরদুয়ার আগামী ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ অবধি বাতিল থাকছে। এছাড়াও, রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, ০৩০৬৮ আজিমগঞ্জ কাটোয়া মেমু গ্যাসেজার স্পেশাল, ০৩০৬৭ কাটোয়া - রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, ০৩৪০৮ সাহেবগঞ্জ রামপুরহাট মেমু প্যাসেজার স্পেশাল এবং ০৩৪১২ বারহারওয়া রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার স্পেশাল আগামী ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ অবধি বাতিল থাকবে। এছাড়াও, ২১ টি আপ ট্রেন ও ২১ টি ডাউন ট্রেন ঘুরপথে যাতায়াত করবে, ৩ টি ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হবে এবং ২ টি ট্রেনের যাত্রাশুরুর সময় পরিবর্তিত করা হবে।

তাড়দহে রাসমেলায় চিত্র ও হস্ত শিল্প

সেখ নুরুদ্দিন ও উজ্জ্বল নাইয়া ● সোনারপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙড় ব্লকের তাড়দহ রাসমাঠ সংলগ্ন এলাকায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো শিল্পাঞ্জলী অঙ্কন কলাকেন্দ্রের উদ্যোগে চিত্র ও হস্ত শিল্প প্রদর্শনী। শিল্পীদের মনের ক্যানভাসে অব্যক্ত প্রকাশ বিভিন্ন কারুভাষায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে প্রর্দশনী কক্ষ।উক্ত প্রর্দশনীতে ঠাঁই পেয়েছে নামী অনামী বহু শিল্পীর ছবি। বিচিত্র ছবির কোলাজে বর্ণময় হয়ে উঠেছে প্রর্দশনী প্রাঙ্গন। এই কলাকেন্দ্রের এবারের আয়োজন ছিল "সারা বাংলা আবৃত্তি,গান ,নাচ, আঁকা, হস্তলিপি প্রতিযোগিতা।১ম দিনে প্রতিযোগিতায় অনেক দূর দূরান্ত থেকে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা ও প্রর্দশনী চলবে দশ দিন।প্রদীপ প্রজ্জ্বোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ডঃ শংকর চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ ডঃ মুন্সী রাকিব, বিশিষ্ট শিক্ষক শ্যামসুন্দর মন্ডল, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও পুলিশ আধিকারিক প্রবীর কর্মকার, বিশিষ্ট লেখক কাজল আচার্য্য,কবি অনিন্দ্য পাল, শিক্ষক ও হস্তশিল্পী বিশারদ শুকুর আলী মন্ডল প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। অপরূপ শিল্পভাবনায় সমগ্র ভাবনাকে চিত্রময় করে তুলেছেন শিল্পাঞ্জলী অঙ্কন কলাকেন্দ্রের প্রাণপুরুষ হরিহর মণ্ডল। তার ত্যাগ ও সাধনায় শিল্পসৌন্দর্য অনেকের জীবিকা তথা বাঁচার রসদ হয়ে উঠেছে।

বনবস্তিতে শীতবস্ত্র বিলি আশার আলো-র

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: বৃহস্পতিবার ধূপগুড়ির স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আশার আলো ফাউন্ডেশনের তরফেশীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। বনবস্তি এলাকার একশোটা গরিব ও দুস্থ পরিবারকে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তরফে।
এদিন ধূপগুড়ি ব্লকের সাকোয়াঝোড়া ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের জঙ্গল এলাকার সোনাখালি ফরেস্ট ভিলেজ প্রাইমারি স্কুলে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আশার আলো ফাউন্ডেশনের তরফে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। জানা যায়, বনবস্তি এলাকার একশোটা দুস্থ পরিবারের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্যা নূর জাহান বেগম, মমতা সরকার বৈদ্য, বিশিষ্ট প্রধান শিক্ষক ডঃ সিরাজুল হক, আমন্ত্রিত বিভিন্ন অতিথি ও স্থানীয় মানুষেরা।আশার আলো ফাউন্ডেশনের সম্পাদক শুভ দে সরকার বলেন, বনবস্তি এলাকার মানুষদের রুজিরোজগার অনেকটা কম। তারা খুব কষ্ট করে জীবনযাপন করছে। ঠান্ডার সময় অনেক শিশু বাচ্চাকে দেখা যায় তারা অর্ধনগ্ন অবস্থায় পরে রয়েছে। এই পরিস্থিতি দেখে আমরা সংগঠনের তরফে বনবস্তি এলাকায় শীত বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি করার সিদ্ধান্ত নেই।

জটিরামপুর খেয়াঘাট তৈরি সহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ

মাফরুজা মোল্লা ● গোসাবা

আপনজন: গোসাবা ব্লকের জটিরামপুর খেয়াঘাটের অবস্থা জরাজীর্ণ। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করেন এলাকার সাধারণ মানুষজন থেকে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং রোগী ও তাঁদের পরিজনেরা।অভিযোগ প্রশাসন উদাস!এবার নতুন জেটিঘাট নির্মাণ,গোসাবা থেকে জটিরামপুর পর্যন্ত জরাজীর্ণ রাস্তার সংস্কার ,এলাকায় মদ,গাঁজা,জুয়ার ঠেক বন্ধ করতে এবং স্মার্ট মিটার বাতিল সহ ৭ দফা দাবী নিয়ে বৃহস্পতিবার আন্দোলন নামলো এস ইউ সি আই(সি) এর যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও। এদিন দুপুরে গোসাবা থানা ও বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।পরে এআইডিওয়াইও নেতা হরিপদ মন্ডল নেতৃত্বে গোসাবা থানা ও বিডিও অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করেন দলের কর্মকর্তারা।
হরিপদ মন্ডল জানিয়েছে,'সাধারণ মানুষের সমস্যার সুরাহা এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য আন্দোলনে নেমে ৭ দফা দাবী জানিয়ে গোসাবা থানা ও বিডিও অফিসে আমরা স্মারকলিপি জমা দিয়েছি।যদি কোন ভাবে কার্যকর না হয় তাহলে আমরা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য থাকবো।'
উল্লেখ্য প্রত্যন্ত সুন্দরবনের দ্বীপ বেষ্টিত গোসাবা ব্লক।এক দ্বীপ থেকে অপর দ্বীপে যাতায়াতের একমাত্র পথ নদীতে খেয়া পারাপার।সেই খেয়ার জেটিঘাটের অবস্থা জরাজীর্ণ।যে কোন মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে নদীবক্ষে ভেঙে পড়ে বহু মানুষের সলিল সমাধি ঘটে যেতে পারে। জীবন জীবিকার তাগিদে প্রতিনিয়ত খেয়া পারাপার হয়ে ভগ্ন জেটিঘাট দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করেন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ।শুধু তাই হয়, এলাকার ছাত্র ছাত্রীরা ও ঝুঁকি নিয়ে স্কুলে যাতায়াত করে।এমন ঘটনা নতুন কিছুই নয়। বিগত প্রায় ১০ মাস আগে থেকে জেটিঘাট টি ভগ্নদশা অবস্থায় রয়েছে।সরকারী ভাবে বিভিন্ন জায়গায় এলাকার মানুষজন জেটিঘাট সংস্কারের কথা জানালেও কোন প্রকার সুরাহা হয়নি।এলাকার মানুষের দাবী কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙানো সম্ভব। সে ক্ষেত্রে প্রশাসনের ঘুম ভাঙানো কঠিন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,প্রত্যন্ত গোসাবা ব্লকের রাঙাবেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রয়েছে গোমর নদী।নদীর একদিকে রাঙাবেলিয়া পঞ্চায়েতের জটিরামপুর,অপর দিকে সাতজেলিয়ার সুকুমারি। জটিরামপুরের জেটিঘাট টি দীর্ঘদিন যাবৎ ভগ্নদশায় রয়েছে। প্রতিদিনই এই খেয়া পারাপার হয়ে গোসাবা,ক্যানিং,বারুইপুর কলকাতায়য় যাতায়াত করেন লাহিড়িপুর, সাতজেলিয়া, ছোট মোল্লাখালি, কুমিরমারী, আমতলি পঞ্চায়েত এলাকার হাজার হাজার মানুষজন।

সরকারি ধান ক্রয় কেন্দ্রে হয়রানির শিকার কৃষকরা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় কেন্দ্রে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে কৃষকদের। বৃহস্পতিবার মালদহে বামনগোলার ডাঙ্গাপাড়া কৃষক বাজারের বৃষ্টির মধ্যে ধানের গাড়ি রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে কৃষকেরা।
ওই ধান ক্রয় কেন্দ্র আসা কৃষকদের অভিযোগ,যে সকাল থেকে কৃষকেরা বৃষ্টিতে ভিজে ধান ক্রয় কেন্দ্রে ধান বিক্রি করতে এসছে। দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেল ও ধান বিক্রি করতে পারছে না বলে অভিযোগ। তাদের আরো অভিযোগ যে নিম্নচাপের জেরে ধানের আদ্রতা বেশি থাকায় মিল মালিকরা কৃষকদের কাছে ধালদা দাবি করছে। ধলতা না দিলে ধান নিতে অস্বীকার করে এতে ক্ষুব্ধ হয়ে কৃষকরা মিল মালিকদের ঘিরে প্রায় তিন ঘন্টা ধরে বিক্ষোভ দেখায়।এই বিষয়ে বামনগোলা ব্লকের বিডিও রাজু কুন্ডু- জানান সরকারি নির্দেশিকা রয়েছে ১৭ শতাংশের বেশি আর্দ্রতা থাকলে সেই ধান মিল মালিকরা নেবেন না।কিন্তু নিম্নচাপের জেরে ধানের আদ্রতা ১৭শতাংশের বেশি রয়েছে আমরা মিল মালিকদের অনুরোধ করবো কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করার জন্য।বিডিও অনুরোধে পরেই ওই কেন্দ্রে সন্ধ্যার পর থেকে কৃষকের ধান কেনা শুরু করে মিল মালিকরা এরপরেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন কৃষকেরা।

বৃষ্টিতে শাক-সবজিতে পচনের আশঙ্কায় চাষিরা

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: বৃহস্পতিবার প্রায় সারাদিন নিম্নচাপের বৃষ্টিতে পচন ধরতে পারে শাক-সবজিতে। ক্ষতির আশঙ্কায় মাথায় হাত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের কৃষক বন্ধুদের!
ভাঙড়ে শীতকালীন শাক হিসাবে ধনিয়া, পালং, মেথি এবং সবজি হিসাবে ফুলকপি, লঙ্কা, ক্যাপসিকাম, মূলো, শশা, বিনকড়াই প্রভৃতি চাষ হচ্ছে। হঠাৎ বৃষ্টি পচন ধরাতে পারে শাক-সবজিতে! এদিন কোদাল হাতে বৃষ্টির জল বের করে দিতে দেখা যায় কৃষক ভাইদের। যতটা পেরেছেন শাক-সবজি বাঁচাতে তারা চেষ্টা করেছেন। তারপরও ক্ষতির আশঙ্কায় রয়েছেন অন্নদাতারা। ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের শানপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝেরহাট গ্রামের বাসিন্দা মুজিবুর রহমান আপনজন প্রতিনিধিকে বলেন, আমাদের ৭ থেকে ৮ বিঘা জমিতে শাক এবং সবজির চাষ রয়েছে। টানা বৃষ্টির কারণে ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কায় আছি। একই ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েতের ছেলেগোয়ালিয়া গ্রামের বাসিন্দা সরিফুল ইসলাম আপনজন প্রতিনিধিকে জানান, আমার আড়াই বিঘা জমিতে সবজি চাষ রয়েছে। আপাতত তেমন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তবে ফের বৃষ্টি হলে ক্ষতি হবে। এবিষয়ে জানতে চাওয়া হলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের কৃষি সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ বাহারুল ইসলাম বাপ্পা মুঠো ফোনে আপনজন প্রতিনিধিকে জানান, রাজ্য সরকার সবসময় কৃষক বন্ধুদের পাশে রয়েছে। বৃষ্টিতে কৃষকদের ক্ষতি হলে আবেদনের ভিত্তিতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

ফের বিতর্কের কেন্দ্রে মেমারি কলেজের অধ্যক্ষ

আনোয়ার আলি ● মেমারি

আপনজন: মেমারি কলেজের অধ্যক্ষ দেবাশীষ চক্রবর্তী বার বার বিতর্কের কেন্দ্রে। কখনও ছাত্রছাত্রীদের সোস্যালে নৃত্যের ভিডিও ভাইরাল হয় তো কখন কলেজের আভ্যন্তরীন বিষয়ে অধ্যাপক কিংবা কলেজ শিক্ষাকর্মীদের সাথে বিতর্ক। মেমারি কলেজের অধ্যক্ষকে বিতর্ক যে ন পিছু ছাড়ছে না।
বুধবার মেমারি কলেজ প্রাঙ্গণে অধ্যক্ষ দেবাশীষ চক্রবর্তীর নামে পড়লো একাধিক পোস্টার। কী লেখা আছে সেই পোস্টারে?
লেখা আছে, 'মেমারি উৎসবের জন্য মেমারি পৌরসভার কাছে মাঠ দেওয়ার জন্য দেড় লক্ষ টাকার জুলুমবাজী ঘুষ এর দাবী করেছে মেমারি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল দেবাশীষ চক্রবর্তী। - মেমারী বাসী' আবার কোথাও লেখা আছে, মেমারি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পার্থ চট্টোপাধ্যায় শিক্ষামন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ থাকার জন্য রামপুরহাট কলেজের এর প্রোফেসার থেকে মেমারি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল দেবাশীষ চক্রবর্তী।
কোন কোন পোস্টারে লেখা আছেত তিনি অগাধ সম্পত্তির মালিক, এমনকি তার প্রভাব খাটিয়ে আত্মীয় পরিজনদের চাকরি ও সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে,তাই প্রিন্সিপ্যালের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত চাই।
বুধবার এরকমই সব পোস্টার দেখা গেল মেমারি কলেজ গেট থেকে মেমারি কলেজ পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে বিভিন্ন জায়গায়। আর এই নিয়ে জোর চর্চা মেমারি কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে মেমারির নাগরিকদের মধ্যে।
বারবার বিতর্কের কেন্দ্র বিন্দুতে মেমারি কলেজের অধ্যক্ষয় কিন্তু কেন? এব্যপারে অধ্যক্ষ বলেন, ২০১৮ থেকে তিনি এই কলেজে আছেন আর মাত্র ২ বছর থাকবেন তাই মেমারি কলেজের ঐতিহ্য ও শিক্ষার মান ধরে রাখার দায়িত্ব তারই। মেমারি উৎসবে মাঠ ব্যবহার করার জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে যা কলেজের সাংস্কৃতিক কমিটির সিদ্ধান্ত এবং তা ইমেল করে দেওয়া হয়েছে মেমারি পৌরসভাকে।
কিন্তু, তিনি নাম না করে, কলেজেরই কোন এক অশিক্ষক কর্মীকে দায়ী করেন এই পোস্টার কাণ্ড নিয়ে। বারং বারের মতো এটিও ওই অশিক্ষক কর্মীরই একটি চেষ্টা বলে জানান তিনি। তবে এব্যপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তিনি নেবেন।

আমতাকে মহকুমা ও পৌরসভা করার দাবি

অভিজিৎ হাজরা ● আমতা

আপনজন: গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধান সভা কেন্দ্রের আমতা ১নং ব্লকের ' আমতা সিটিজেনস্ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি ' -র ব্যবস্থাপনায় বিজয়া সম্মেলনী, সাধারণ সভা ও উলুবেড়িয়া উত্তর বিধান সভা কেন্দ্র, আমতা বিধান সভা কেন্দ্র এবং উদয়নারায়ণপুর বিধান সভা কেন্দ্রের তিন জন বিধায়ককে আমতার বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানে দাবি পেশ করা হল। এই অনুষ্ঠানটি আমতা আনন্দ মার্গ স্কুলে অনুষ্ঠিত হল। বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে আমতা ১ নং ব্লকের অন্তর্গত ভান্ডারগাছা,চন্দ্রপুর,খড়দহ,উদং ১, উদং ২, আমতা, সিরাজবাটি, আনুলিয়া, বসন্তপুর, কানপুর, খোশালপুর, রসপুর, বালিচক এই ১৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের নব নির্বাচিত প্রধান - উপপ্রধান, আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি,সহ সভাপতি ও কর্মাধ্যক্ষবৃন্দ, আমতা ১ নং ব্লকের এলাকাধীন নব নির্বাচিত জেলা পরিষদের সদস্য- সদস্যাগণকে সম্বর্ধীত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন রণজিৎ, প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত শিক্ষক তথা প্রতিষ্ঠানের সান্মানিক সভাপতি অরুণ কুমার পাত্র।
বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমতা ১ নং ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত গুলির প্রধান -উপপ্রধান, আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ সভাপতি, হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য-সদস্যাদের অবগতি করিয়ে আমতার বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে ' আমতা সিটিজেনস্ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি '-র প্রাণপুরুষ তথা প্রাক্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ফটিক চক্রবর্তী বলেন,'২০১১ সালে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা পরিবর্তনের পর আমতা মানুষকে নিয়ে গঠিত হয় ' আমতা সিটিজেনস্ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি '। আমতা শহরের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ণের জন্য সুপরামর্শ প্রদান ও আন্দোলন সংগঠিত করার নিরিখেই এই অরাজনৈতিক সংগঠনটি গঠিত হয়।প্রায় ৬০০(ছয় শত) বৎসরের প্রাচীন বন্দর কেন্দ্রীক আমতা শহরটি ছিল হাওড়া জেলার প্রাচীনতম একটি মফস্বল শহর। জনবহুল ও বাণিজ্য সমৃদ্ধ এলাকা হওয়ায় ব্রিটিশ আমল থেকেই এখানে বিচার ব্যবস্থা,রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি চালু হয়।

ব্যাঙ্কে রাখা ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা গায়েব হওয়ায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: আবার ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগ। এবার ব্যাঙ্কে রাখা ফিক্সড ডিপোজিটের টাকাই গায়েব! কষ্টের জমানো টাকা গায়েব হওয়ায় দুশ্চিন্তায় বাগনানের এক মধ্যবিত্ত পরিবার। ভরসা করে পুজোর সময় কষ্টার্জিত জমানো ১ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট রেখেছিলেন ওই পরিবার। হঠাৎ করে মোবাইলে মেসেজ দেখে চক্ষু চড়কগাছ। ফিক্সড ডিপোজিটের ১ লক্ষ টাকা সহ সেভিংসের ২৫ হাজার টাকাই গায়েব। তাতেই মধ্যবিত্ত পরিবারটির মাথায় হাত। ঘটনাটি ঘটেছে বাগনানে। পেশায় শিক্ষক বুলবুল মাঝি'র স্ত্রী স্বর্ণলতা'র অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব হয়ে গিয়েছে বলে খবর। জানা গেছে, গত স্বর্ণলতা'র মোবাইলে তিনটি মেসেজ আসে। যেখানে ৫০,০০০ টাকা করে ২ বার আর ২৫ হাজার টাকা করে ১ বার অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে বলে মেসেজ পান তিনি। তা দেখার পরেই সঙ্গে সঙ্গে স্বামী বুলবুল মাঝিকে ফোন মারফত তিনি জানান। স্কুল থেকে তড়িঘড়ি স্বামী বুলবুল বাড়ি ফিরে আসেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের বাগনান ব্রাঞ্চের যেখানে তার স্ত্রীর অ্যাকাউন্ট রয়েছে সেখানে যোগাযোগ করেন। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন তাদের যে ১ নক্ষ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করা ছিল সেই টাকা নাকি কারা তুলে নিয়েছে। শুধু ফিক্সড ডিপোজিটের টাকাই নয় তার পাশাপাশি স্ত্রীর সেভিংস অ্যাকাউন্টের ২৫ হাজার টাকাও তুলে নেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্কে জানানো হলে ব্যাঙ্ক জানায় তাদেরকে থানায় কমপ্লেন করে একটি অভিযোগ জমা করতে হবে। তড়িঘড়ি বাগনান থানায় বুলবুল মাঝি একটি অভিযোগ দায়ের করেন বুলবুল মাঝির পরিবারের অভিযোগ ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা কেন গায়েব হবে। স্বর্ণলতা মাঝি জানান বহু কষ্টে এই টাকা জমিয়ে তা ফিক্সড ডিপোজিট করেছিলাম। এখন দেখছি ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা সহ আমার অ্যাকাউন্ট থেকেও টাকা উধাও।

নালিতাজল বালিকা মাদ্রাসায় আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত নালিতাজোল বালিকা মাদ্রাসায় শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষা দরদী আলহাজ্ব শেখ আব্দুস সেলিম, এস এস টিভি পাবলিকের কর্ণধর শেখ সালমান, হাওড়া টুডের কর্ণধর শেখ আমজাদ আলী , বেঙ্গল টাইমসের প্রধান শেখ ফরমান আলী এবং সাংবাদিক বাদশা আলী। আলহাজ্ব শেখ আব্দুস সেলিম তার বক্তব্যের মাঝে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাণীয় উপদেশ দেন। ছাত্রীরা তার বক্তৃতায় মুগ্ধ। শেখ সালমান আলী সাহেব বলেন নালিতাজোল বালিকা মাদ্রাসায় যেভাবে পঠন পাঠন চলছে, এমন পঠন পাঠন বহু মাদ্রাসায় দরকার আছে। শেখ ফরমান আলী বলেন এই ধরনের নারী শিক্ষা নিয়ে মাদ্রাসা পশ্চিমবাংলার একটি নিদর্শন সৃষ্টি করেছে । সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নালিতাজোল বালিকা মাদ্রাসার সম্পাদক মাওলানা সিবগাতুল্লাহ কাসেমী সাহেব।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কলকাতা সহ ১২ জায়গায় আয়কর হানা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা সহ শহরের বারোটি জায়গায় আয়কর দপ্তরের হানা। সূত্রের খবর, কর ফাঁকি দেয়ার অভিযোগে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর বাড়ি এবং অফিসের বিভিন্ন ঠিকানায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই চলছে তল্লাশি।
কৈখালী দাস পাড়ায় বহুতল আবাসনের দ্বিতীয় তলে ব্যবসায়ীর ফ্ল্যাটে আয়কর তল্লাশি, তবে ফ্ল্যাট বন্ধ থাকায় আয়কর দপ্তরের আধিকারিকেরা এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী কর্মীরা বাইরে অপেক্ষারত, ফ্ল্যাটটি ভিকে জৈন নামে এক ব্যবসায়ীর, ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে ফ্ল্যাটটি বন্ধ, কাউকেই এই ফ্ল্যাটে আসা-যাওয়া করতে দেখেনি ফ্লাটের বাসিন্দারা।

২৫ কুইন্টাল অবৈধ কয়লা সহ গ্রেফতার ৪

আজিম শেখ ● নলহাটি

আপনজন: বোধরা শালবুনি থেকে ২৫ কুইন্টাল অবৈধ কয়লা সহ ৫টি মোটর বাইকআটক চারজনকে গ্রেপ্তার করলেন নলহাটি থানার পুলিশ। আবারো কয়লা পাচার ঢুকলো নলহাটি থানা পুলিশ।গতকাল রাত্রে নলহাটি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গোপন সূত্রের খবর পেয়ে নলহাটি থানার অন্তর্গত বোধরা শালবুনি থেকে অভিযান চালিয়ে পাঁচটি কয়লা বোঝায় মোটরবাইক আটক করে নলহাটি থানার পুলিশ। মোটর বাইক গুলিতে বস্তা বোঝায় কয়লা পাচার হচ্ছিল। মোট কয়লার পরিমাণ ছিল ২৫ কুইন্টাল। বাইক চালকদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ এর পরে কোন বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায় চারজন কে গ্রেপ্তার করে নলহাটি থানার পুলিশ। তাদের মধ্যে একজন বাইক রেখে পালিয়ে যায়। উদ্ধার করা হয় ৫ টি বাইক সহ ২৫ কুইন্টাল কয়লা। এই কয়লা গুলি ঝাড়খন্ড থেকে বীরভূম হয়ে পাচার হচ্ছে বলে অনুমান। গ্রেফতার চার জন এর নাম আব্দুল সাত্তার আনসারী, ফিরোজ আনসারী, সিরাজ আনসারী ও প্রভাত মন্ডল এদের প্রত্যেকের বাড়ি ঝাড়খন্ডে। আজকে তাদেরকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন নলহাটি থানার পুলিশ।

অপমানে আত্মঘাতী মহিলা

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: মহিলাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে ৮০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ, অপমানে আত্মঘাতী মহিলা, গ্রেফতার অভিযুক্ত। জানা গিয়েছে হুগলির চন্ডীতলা থানা এলাকার আজবনগর গ্রামের এক মহিলার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে জগদীশপুরের বাসিন্দা আশরফ আলি নামে এক যুবকের সাথে। অভিযোগ, দুজনের ঘনিষ্ঠ ছবি ফেসবুকে ছেড়ে ১৫ লক্ষ টাকা দাবি করে। টাকা দিতে না পেরে শেষমেশ অপমানে আত্মঘাতী হয় ওই যুবতী। ওই যুবক সহ ৪জনের বিরুদ্ধে চণ্ডীতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মৃত মহিলার পরিবার। মহিলার পরিবারের ভিত্তিতে ধৃত আশরফ আলিকে গ্রেফতার করেছে চণ্ডীতলা থানার পুলিশ।

পেলে-নেইমারের ক্লাবের অবনমন

আপনজন ডেস্ক: তিনবারের বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি পেলের ক্লাব ধরা হয় সান্তোসকে। পেলের হাত ধরে বৈশ্বিক পরিচিতি পায় ক্লাবটি, আরেক ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমারও বেড়ে ওঠেন এই ক্লাবেই। সেই ক্লাবটিই কিনা ইতিহাসে প্রথমবার ব্রাজিলের শীর্ষ লিগ সিরি'আ থেকে অবনমন হয়েছে। নেমে গেছে দ্বিতীয় স্তরের লিগে।

৩৮ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে ১৭তম স্থানে থেকে লিগ শেষ করেছে ক্লাবটি।

শেষ ম্যাচ জিততে পারলেই অবনমন থেকে রক্ষা পেত সান্তোস। কিন্তু এমন ম্যাচেই কিনা ফোর্তালেজার কাছে ২-১ গোলে হেরেছে সান্তোস। প্রথমবার দ্বিতীয় স্তরে নেমে যাওয়ায় সান্তোস সমর্থকরা মেনে নিতে পারেনি। নিজেদের স্টেডিয়ামের বাইরে আগুন জ্বালিয়ে দেয় সমর্থকরা। সান্তোসের অবনমনে মন খারাপ নেইমারের। নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ছবি শেয়ার করে লিখেছেন,'সান্তোস সান্তোসই, আমরা আবার হাসব।' ব্রাজিলের শীর্ষ লিগ থেকে অবনমন না হওয়ার কীর্তি এখন শুধু ফ্লামেঙ্গো এবং সাও পাওলোর দখলে।

একই দিন ক্রুজেইরোর সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে শিরোপা নিশ্চিত করেছে পালমেইরাস।

চ্যাম্পিয়নদের হয়ে গোল করেছেন এন্দ্রিক। এই তরুণের কিছুদিন আগেই ব্রাজিলের জার্সিতে অভিষেক হয়েছে। আগামী মৌসুমে যোগ দেবেন রিয়াল মাদ্রিদে।

জোড়া গোলে ব্রাজিল অভিযান শেষ সুয়ারেজের

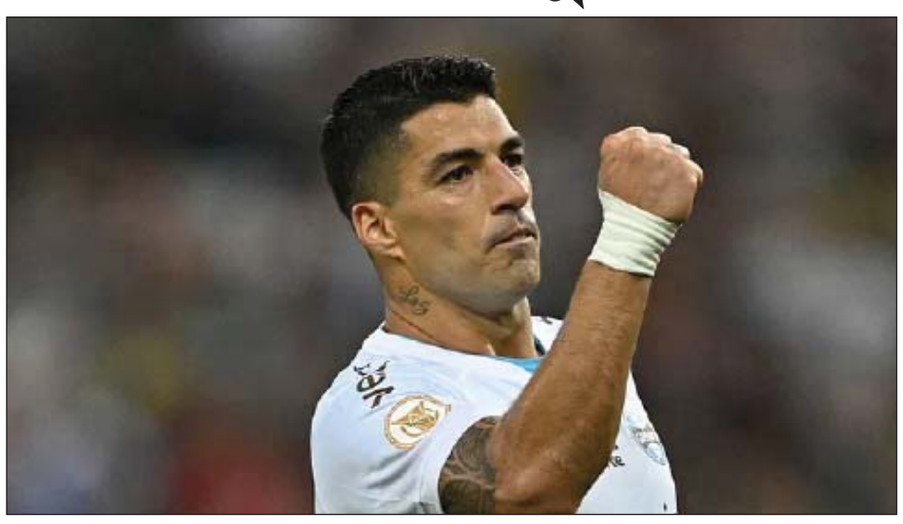

আপনজন ডেস্ক: গ্রেমিওর মাঠে দর্শকের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন তিন দিন আগেই। বাকি রয়ে গিয়েছিল লিগের শেষ ম্যাচ। কাল ব্রাজিলের স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় ফ্লুমিনেন্সের বিপক্ষে সেই শেষ ম্যাচও খেলে ফেলেছেন লুইস সুয়ারেজ। বিখ্যাত মারাকানা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে গ্রেমিওর হয়ে জোড়া গোল করেছেন উরুগুইয়ান স্ট্রাইকার। বিদায়ী ম্যাচে সুয়ারেজ গোল দুটি করেন ৪৩ ও ৬৪ মিনিটে।

মারাকানা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে গ্রেমিও জিতেছে ৩-২ গোলে। এই জয়ে ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় স্থান নিশ্চিত করেছে গ্রেমিও।

১১ মাস আগে সুয়ারেজ গ্রেমিওতে যোগ দিয়েছিলেন ২ বছরের চুক্তিতে। তবে ৩৬ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকারের জন্য ঠাসা সূচি চাপ হয়ে হয়ে উঠছিল। ২০২৩ সালে গ্রেমিওর খেলা ৬৪ ম্যাচের ৫৪টিতেই মাঠে নেমেছেন তিনি। এ সময়ে গোল করেছেন ২৯টি, করিয়েছেন আরও ১৭টি। এর মধ্যে 'সিরি আ'-তে করা ১৭ গোল ব্রাজিলের শীর্ষ লিগে মৌসুমের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

ফ্লুমিনেন্সের মার্সেলোর সঙ্গে গ্রেমিওর লুইস সুয়ারেজ ফ্লুমিনেন্সের মার্সেলোর সঙ্গে গ্রেমিওর লুইস সুয়ারেজএএফপি

সুয়ারেজের পরবর্তী গন্তব্য হিসেবে ইন্টার মায়ামির কথা শোনা যাচ্ছে। যেখানে আছেন তাঁর বন্ধু লিওনেল মেসি। যদিও গ্রেমিওর মাঠে সর্বশেষ ম্যাচের দিন বিষয়টি পরিষ্কার করতে চাননি তিনি। সেদিন বলেছিলেন, পরিবারকে সময় দেওয়া এবং স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়াটা তাঁর এই মুহূর্তের প্রধান লক্ষ্য।

গত জুলাইয়ে সুয়ারেজ গ্রেমিও ছাড়ার সিদ্ধান্ত জানানোর পর ক্লাব ও স্থানীয় রাজনীতিবিদদের অনেকে তাঁকে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বলেছিলেন। তবে শরীরের দিকটি প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্তে অটল থেকেছেন তিনি।

বারাবনীতে ফুটবল টুর্নামেন্ট উদঘাটনে আসানসোল মেয়র

সম্প্রীতি মোল্লা ● আসানসোল

আপনজন: নিম্নচাপের মধ্যেও বৃহস্পতিবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার বারাবনী থানার অন্তর্গত পানুরিয়া পঞ্চায়েতের পানুরিয়া ফুটবল ময়দানে অনুষ্ঠিত হল ১৪ তম প্রয়াত মানিক উপাধ্যায় ও পাপ্পু উপাধ্যায় মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ ফুটবল টুর্নামেন্টের। এদিনের এই টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন বারাবনির বিধায়ক তথা আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায় মহাশয়। একই সাথে উপস্থিত ছিলেন ওয়াসিমুল হক , ও বারাবনি ব্লক তৃণমূল সভাপতি অসিত সিংহ মহাশয়। এদিনের এই খেলার উদ্বোধন এর শুরুতেই বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় প্রয়াত মানিক উপাধ্যায় ও পাপু উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন, এরপর বেলুন উড়িয়ে খেলার সূচনা করেন। তাছাড়া তিনি সকল খেলোয়াড়দের সাথে আলাপচারিতা সারেন।

এদিন বিধায়ক জানান -'প্রতি বছরের ন্যায় আমাদের অভিভাবক যাকে দেখে আমার এই রাজনৈতিক জীবনে আসা আমার প্রয়াত ভাই এর স্মৃতিতে বারাবনি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের খেলোয়াড় এই খেলায় অংশ গ্রহন করে থাকে। যার সূচনা আজ হল'। এই খেলা দেখতে বহু সংখ্যক মানুষ দূরদূরান্ত থেকে আসে। আজকের বৃষ্টির দিনেও বহু মানুষের উপস্থিতি দেখে এটাই মনে হচ্ছে যে মানুষের খেলার প্রতি যে টান ও ভালবাসা রয়েছে। বারাবনি ব্লক তৃণমূলের সভাপতি তথা বারাবনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসিত সিংহ মহাশয় জানান যে -'এই খেলাটি ১৩ বছরে শেষে ১৪ বছরে পড়লো । রয়েছে বহু মানুষের ভালবাসা ও আমাদের কাছের মানুষ ও আমাদের বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় এর প্রচেষ্টা' বৃহস্পতিবার এই খেলার সূচনা হল আট টি দলের মধ্যে খেলা হবে যার প্রথমদিনে কলকাতা কাস্টম বনাম নীলাঞ্জনা এসপি এর মধ্যে খেলা হয়। ফাইনাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৪ ডিসেম্বর যেখানে উপস্থিত থাকবেন বলিউড অভিনেত্রী ভাগ্যশ্রী পটবর্ধন। খেলার দুই দলের মধ্যে রয়েছে আকর্ষণীয়□পুরস্কার।

হিঙ্গলগঞ্জ কলেজের আয়োজনে আন্তঃকলেজ অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদক● হিঙ্গলগঞ্জ

আপনজ: 'শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও নেতৃত্ব দানের গুণাবলী খেলাধুলার মধ্য দিয়েই অর্জন করা যায়।' পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাতের স্পোর্টস বোর্ডের পরিচালনায় এবং হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলির মধ্যে অ্যাটলেটিক্স প্রতিযোগিতায় উদ্বোধন করতে গিয়ে কথাগুলি বলেন স্পোর্টস বোর্ডের আহ্বায়ক অধ্যাপক অনির্বাণ সরকার।

এবারের এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার সাই কমপ্লেক্সে গ্রাউন্ডে। প্রতিযোগিতার আয়োজক হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বোর্ডের সদস্য শেখ কামাল উদ্দীন জানান, এবারের এই প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক ২৯টি কলেজর ২৮৬ জন প্রতিযোগী ৩৫টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর মধ্যে ১৫৪জন পুরুষ ও ১৩২জন নারী। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনির্বাণ সরকার, সাইয়ের প্রাক্তন প্রধান কোচসহ দীপেশ চৌধুরী, শামীম ভড়, প্রশান্ত চক্রবর্তী প্রমুখ। ছয় ও সাতই ডিসেম্বর দু'দিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় সামগ্রিকভাবে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়। এই প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আয়োজক কলেজের পক্ষে শেখ কামাল উদ্দীন সাই কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ ও স্পোর্টস ইনচার্জসহ বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন অশোক কুমার মুখার্জি, সেলিম সরকার ও সেখ মাসুদ হোসেনকে। তিনি আরও জানান, এখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অ্যাথলেটিকস টিম নির্বাচনের করে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়□অংশগ্রহণ করবে।

প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে প্রতিবন্ধীদের ফুটবল টুর্নামেন্টে

এম মেহেদী সানি ● হাড়োয়া

আপনজ: বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে সারা বাংলা প্রতিবন্ধী অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় হাড়োয়া সার্কাস ময়দানে ৮ দলীয় নকআউট প্রতিবন্ধীদের ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। এদিনের ফুটবল টুর্নামেন্টে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মত। আর এই বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের উৎসাহিত করতে এদিন ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এমএ এবং এম ই বিভাগের মাইনারিটি ভোকেশনাল ট্রেনিং বোর্ডের চেয়ারম্যান সাবির গাফফার, বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ কোচেস্ এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এর কনভেনার বিশিষ্ট সমাজসেবী ইসমাইল সরদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী ফরিদ জমাদার, আব্দুল খালেক মোল্লা, সারা বাংলা প্রতিবন্ধী অ্যাসোসিয়েশন এর চেয়ারম্যান রেজাউল মোল্লা, হারাধন মন্ডল সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা। জীবন যুদ্ধে হার না মানা বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের অনুপ্রাণিত করতে সাবির গফফার বিশেষভাবে সক্ষম স্টিফেন্স হকিংসের বিশ্বজয়ের উদাহরণ তুলে ধরেন। পাশাপাশি বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে সেই সমস্ত পরিষেবার কথা তুলে ধরেন। অন্যদিকে বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ইসমাইল সরদার বিশেষভাবে সক্ষম বিশ্বজয়ী সাঁতারু মাসুদুর রহমানের কথা তুলে ধরে উপস্থিত বিশেষভাবে সক্ষমদের মনের জোর রেখে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন । পাশাপাশি বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণ করতে চাইলে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন বলেও আশ্বাস দেন।

৮০টি আন্তর্জাতিক শতকের মালিক কোহলি টেন্ডুলকারের ১০০ শতকের রেকর্ড কি ভাঙতে পারবেন?

আপনজন ডেস্ক: বিরাট কোহলি হওয়ার বিড়ম্বনা তো কম নয়! এই তো গত মাসেই বিশ্বকাপে ওয়ানডে শতকের অর্ধশতক করলেন। ওয়ানডেতে শচীন টেন্ডুলকারের ৪৯ শতকের যে রেকর্ডকে অবিনশ্বর বলে ভাবা হতো, সেটা ভেঙেছেন। তা-ও নিজের আদর্শ টেন্ডুলকারকে গ্যালারিতে সাক্ষী বানিয়ে!

এত বড় অর্জনের পরও কোহলির বিশ্রামের সুযোগ নেই। তাঁর সামনে আবার সেই পুরোনো প্রশ্ন।

উত্তর দিতে পারলে অনেকে হয়তো তাঁকে 'সর্বকালের সেরা' বলতে দ্বিধা করবেন না। মানে, সংখ্যার হিসাবে কোহলি টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে গেলে! এবার কোটি টাকার সেই পুরোনো প্রশ্নটি জানানো যাক এবং সেটা অনেকেরই হয়তো জানা–৮০টি আন্তর্জাতিক শতকের মালিক কোহলি টেন্ডুলকারের ১০০ শতকের রেকর্ড কি ভাঙতে পারবেন?

বিশ্বকাপের পর কোহলি ছুটি কাটাচ্ছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজেও খেলবেন না। বিশ্রামে থাকা কোহলিকে নিয়ে হঠাৎ এই আলোচনার কারণ আরেক কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা। ভারতের একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লারা কোহলির ১০০ শতকের সম্ভাবনা ও বাস্তবতা নিয়ে মন্তব্য করেছেন।

সাক্ষাৎকারে লারা বলেছেন, 'কোহলির বয়স কত? ৩৫, ঠিক? কোহলির এখনো ২০টি শতক দরকার। প্রতিবছরে ৪টি করে শতক করলে শচীনের সমান হবে। খুবই কঠিন কাজ। নিশ্চিত করে বলতে পারছি না, কেউ পারবে না। যারা বলছে কোহলি শচীনের ১০০ শতকের রেকর্ড ভাঙবে, তারা ক্রিকেটের যুক্তিকে বিবেচনায় নেয়নি। ২০ শতক এখনো অনেক দূরে। বেশির ভাগ ক্রিকেটার পুরো ক্যারিয়ারেই তা পারে না।'

লারার সঙ্গে মতের মিল নেই এমন অনেক সাবেক ক্রিকেটার পাওয়া যাবে। গত বিশ্বকাপে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ও কোচ রবি শাস্ত্রী বলেছিলেন, শতকের শতকও আসতে পারে কোহলির ব্যাট থেকে। এমন স্বপ্ন দেখছেন আরও অনেকেই।

কিন্তু সংখ্যা ও বাস্তবতা কী বলছে? আগামী তিন বছর এফটিপি অনুযায়ী, ভারত ওয়ানডে খেলবে ২৭টি, টেস্ট ৩২টি আর টি-টোয়েন্টি ৪৩টি। এর বাইরে ভারত খেলবে ২০২৪ ও ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ও ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ। এ ছাড়া আছে একাধিক এশিয়া কাপ। যদি ধরে নেওয়া হয়, কোহলি ২০২৭ সাল পর্যন্ত খেলবেন, তাহলে আইসিসি ও এসিসি আয়োজিত টুর্নামেন্ট বাদেও কোহলির সামনে আছে ১০২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ।

তবে কোহলি নিশ্চিতভাবেই এতগুলো ম্যাচ খেলবেন না। এরই মধ্যে তাঁর টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের ভবিষ্যৎ নিয়েও নানা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর কোহলি ভারতের হয়ে এই সংস্করণে আর খেলেননি। চলতি বছর তাঁকে ছাড়াই ভারত খেলেছে ১৮টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। যদি কোহলি এ সংস্করণ থেকে সরেও দাঁড়ান, তাহলে তাঁর ম্যাচসংখ্যা কমবে।

আবার টি-টোয়েন্টিতে কোহলিকে ব্যাটিং অর্ডার নিয়েও ভাবতে হবে। টি-টোয়েন্টিতে ৩ থেকে ৪ নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমে যেকোনো ব্যাটসম্যানের জন্যই শতক করা কঠিন। আইপিএলে কোহলি যে আসরে ৪টি শতক করেছিলেন, সে আসরে তিনি খেলেছিলেন ওপেনার হিসেবে। এমনকি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে তাঁর একমাত্র শতকও এসেছিল ওপেনার হিসেবে। তবে ভারতের বর্তমান টি-টোয়েন্টি দলে সে সুযোগ কম।

খেলার চাপ কমাতে কোহলি হয়তো সব ওয়ানডে ও টেস্ট খেলবেন না। এখন যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ওয়ানডে সিরিজ থেকে বিশ্রামে আছেন। এমন অনেক সিরিজেই নতুনদের সুযোগ আর কোহলির বিশ্রামের জন্য তাঁকে না খেলানো হতে পারে। তবে কোহলিভক্তদের জন্য আশার কথা হচ্ছে, আইসিসি ও এসিসি আয়োজিত টুর্নামেন্টে কোহলি অনেক ম্যাচ পাবেন। কিন্তু কতগুলো ম্যাচ পেলে ২০টি শতক করতে পারবেন? নিশ্চিত করে বলার সুযোগ নেই, কোহলিও নিজেও তা বলতে পারবেন না। তবে চলতি বছর বিবেচনায় নিয়ে আনুমানিক একটি হিসাব করা যেতে পারে।

চলতি বছর টেস্ট ও ওয়ানডে মিলিয়ে ৩৪ ইনিংসে কোহলির শতক ৮টি। অর্থাৎ প্রতি ৪.২৫ ইনিংস পর শতক করেছেন কোহলি। শতক করার এই হার যদি কোহলি ধরে রাখতে পারেন, তাহলে ২০টি শতক মানে বিশের 'বাঁশি' বাজাতে কোহলির এখনো লাগবে ৮৫ ইনিংস।

৩৫ বছর বয়সী কোহলির বয়সের হিসাবটাও মাথায় রাখতে হবে। এই বয়সে যেকোনো ক্রিকেটারের জন ফিটনেস ধরে রাখা কঠিন। ছন্দের চূড়ায় থাকাও কঠিন। বিশ্বকাপে ৭৬৫ রান করে কোহলি দেখিয়েছেন, তিনি এখনো সেরা ছন্দেই আছেন, তবে সেটা ধরে রাখতে পারবেন তো? তবে উদাহরণ কিন্তু আছে।

৩৫ বছরের পর টেস্টে সবচেয়ে বেশি শতকের মালিক পাকিস্তানের ইউনিস খান। তাঁর শতক ১৪টি। ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি শতকের মালিক দুই শ্রীলঙ্কান সনাৎ জয়াসুরিয়া ও তিলকারত্নে দিলশান। এই দুজনই ওয়ানডেতে ১২টি করে শতক করেছেন। তাই কোহলিভক্তরা আশা করতেই পারেন।

তবে ২০১৯ সালের নভেম্বর থেকে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যে ৭২ ইনিংসে কোহলি কোনো শতক পাননি। শেষ পর্যন্ত টেন্ডুলকারকে ধরতে না পারলে ওই ৭২ ইনিংস নিয়ে আফসোস হতে পারে কোহলির। ভক্তদেরও কি সেই আফসোস ছুঁয়ে যাবে? সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একনিষ্ঠ ক্রিকেটভক্ত মাত্রই জানেন, কোহলির আসল মহিমা তাঁর ব্যাটিং সৌন্দর্যে। এই সৌন্দর্য সংখ্যায় ধরা যায় না, দেখার শান্তি।

স্বর্ণপদক জয়ী হাসিরুল শেখ কে সংবর্ধনা প্রদান

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূমের মহম্মদ বাজারের দীঘল গ্রামের ভূমিপুত্র হাসিরুল শেখ হিমাচল প্রদেশের ধরমশালায় এসবিকেএফ নবম ন্যাশানল্ গেমসের দীর্ঘ লম্ফন প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণ পদক ও রৌপ্য পদক ছিনিয়ে আনায় পরিবারের পাশাপাশি গ্রাম,পঞ্চায়েত সহ জেলাবাসী গর্বিত। যার প্রেক্ষিতে আজ বৃহস্পতিবার সেকেণ্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হাসিরুল শেখ কে সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।জানা যায় হাসিরুল শেখ মহম্মদ বাজার ব্লকের সেকেন্ডা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উচ্চমাধ্যমিকে পাঠরত। সে এক দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা সন্তান। এজন্য না ছিল কোনো কোচ, না ছিল তার গাইড, একক প্রচেষ্টায় তথা নিজ মনোবলে এতদূর এগিয়ে গেছে। হিমাচল প্রদেশে খেলা চলাকালীন তার উচ্চ মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষার চলছিল কিন্তু খেলার স্বার্থে সে পরীক্ষায় বসতে পারেনি বলে স্কুল সূত্রে জানা যায়। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে কুস্তিতেও প্রথম স্থান অধিকার করে পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়েছিল বলে তার পরিবার সূত্রে জানা যায়। এদিন হাসিরুল শেখ কে পুষ্পস্তবক, শাল ও শুভেচ্ছা বার্তা দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।পুষ্পস্তবক তুলে দেন আল ইসলামিয়া গার্লস মিশন বীরভূম জেলার সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার। শুভেচ্ছা বার্তা ও মানপত্র তুলে দেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ। তিনি তার খেলাধুলা সহ বিভিন্ন গুনাগুন বিষয়ে আলোকপাত করেন। পাশাপাশি স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত সহ স্থানীয়দের কাছেও অনুরোধ করেন হাসিরুল শেখের পাশে থাকার জন্য।

পগবাকে চার বছর নিষিদ্ধের দাবি

আপনজ ডেস্ক: ডোপ টেস্টে পজিটিভ হওয়া পল পগবা আদালতে লড়তে চান। সেখানে নিজেকে দায়মুক্ত প্রমাণ করতে না পারলে চার বছরের সাজা হতে পারে তাঁর। ইতালির অ্যান্টি-ডোপিং কৌঁসুলিরা এই ফরাসি ফুটবলারের বিরুদ্ধে চার বছরের নিষেধাজ্ঞা চেয়েছেন।ডোপ টেস্টে পজিটিভ হওয়ায় গত সেপ্টেম্বরে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ হন পগবা। ওই সময় নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন তিনি। এ বিষয়ে ইতালির অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সি আরেকটি পরীক্ষা করেও ফল 'পজিটিভ' পায়। পজিটিভ হওয়ার ক্ষেত্রে দায় স্বীকার করে নিলে পগবার নিষেধাজ্ঞা চার বছরের কম হতে পারত। তবে ৩০ বছর বয়সী এই জুভেন্টাস মিডফিল্ডার দায় স্বীকার করেননি বলে জানিয়েছে ইতালির গ্যাজেত্তা দেলো স্পোর্ত। এখন বিষয়টির মীমাংসা হবে আদালতে, পগবা লড়বেন ইতালির ন্যাশনাল অ্যান্টি-ডোপিং কোর্টে। গত ২০ আগস্ট সিরি 'আ'র উদিনেজ-জুভেন্টাস ম্যাচের পর নিয়মিত পরীক্ষায় পগবার নমুনায় নিষিদ্ধ ড্রাগের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ জানায়, পরীক্ষায় টেস্টোস্টেরনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি ধরা পড়েছে। টেস্টোস্টেরন খেলোয়াড়দের মাঠে শক্তি বাড়াতে সহায়তা করে। পরে ৬ অক্টোবর নমুনার 'কাউন্টার-অ্যানালাইসিসে'ও একই ফল আসে। নিষিদ্ধ ড্রাগ নেওয়ার ঘটনায় সাধারণত চার বছরের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়ে থাকে। আর পগবা তা স্বীকার করে নিলে এর পরিমাণ আরও কমার সম্ভাবনা ছিল। তবে সেটি না হওয়ায় বৃহস্পতিবার কৌঁসুলিরা তাঁর সর্বোচ্চ চার বছরের নিষেধাজ্ঞার দাবি জানিয়েছেন।

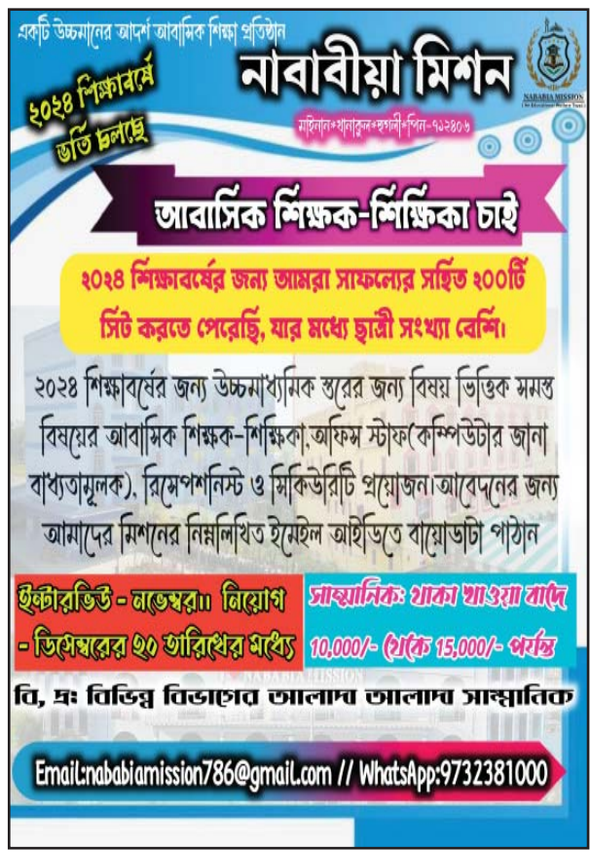

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**